রাঁচি, বুধবার

21:06:2023

web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক

জাতীয় খবর

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

04

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>247 >>05 Ashar 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২৪৭ >> << ০৫ই, আষাঢ় ১৪৩০>>

বাংলাদেশে নদনদীর জল বৃদ্ধি অব্যাহত, স্বল্পমেয়াদি বন্যার আশঙ্কা

ঢাকা : বাংলাদেশের প্রধান নদনদীর জল বাড়ছে। আর বৃষ্টিপাত অব্যাহত রয়েছে। নদনদীর জল এখনো বিপদ সীমার নিচে রয়েছে। আবহাওয়া দপ্তর ও বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র আশঙ্কা করছে অব্যাহত থাকতে পারে এই বৃষ্টিপাত। এর প্রভাবে বিভিন্ন জেলায় স্বল্পমেয়াদি বন্যা দেখা দিতে পারে। বাংলাদেশের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র (এফএফডব্লিইসি) মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত ২৪ ঘন্টায়, ১০৯টি নদীর জলস্তর পর্যবেক্ষণের পর ৯১টি স্টেশনে জলস্তর বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানিয়েছে। আর, ১৫টি স্টেশনে জলস্তর হ্রাস পেয়েছে বলে উল্লেখ করেছে। মঙ্গলবার এফএফডব্লিউসি'র বুলেটিনে বলা হয়েছে, তিনটি নদী স্টেশনে জলস্তর স্থিতিশীল রয়েছে। আর, সব নদীর জল এখনো বিপদসীমার নীচে প্রবাহিত হচ্ছে। তবে, ব্রহ্মপুত্র যমুনা এবং গঙ্গা পদ্মা নদীর জল বৃদ্ধির প্রবণতা রয়েছে বলে বুলেটিনে উল্লেখ করা হয়। বলা হয়, এই অঞ্চলের সব প্রধান নদীর জল দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এদিকে, আবহাওয়ার পূর্বাভাস সংস্থার বুলেটিনে বলা হয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় দেশের উত্তরপূর্বাঞ্চল ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে ভারি বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা রয়েছে।

বাজার দর

SENSEX : 63327.70 +159.40
NIFTY : 18816.70 +61.25

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
33.00 °c	25.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18 .37 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .03 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 58,650 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 61,580 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 83,700 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

আমি আমার দেশে (মিয়ানমারে) গিয়ে কেন ক্যাম্পে থাকব?

রোহিংযা ক্যাম্প : বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়ে থাকা রোহিঙ্গা নেতারা বলছেন, মিয়ানমারের রাখাইনে বসবাসের পরিবেশ সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত তারা সেখানে প্রত্যাবাসনে আগ্রহী নন। তারা আশংকা করছেন, মিয়ানমারের অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর মতো নাগরিক মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধা নিশ্চিতসহ নিজ জমিতে ফিরে যেতে না পারলে, তারা ভবিষ্যতে আরো ক্ষতির শিকার হবেন। উখিয়া ও টেকনাফের রোহিঙ্গা শরনার্থীরা বলেছেন, রাখাইন তাদের জন্য নিরাপদ এবং বসবাসের উপযুক্ত হলে তারা বাংলাদেশে এক মুহূর্তের জন্যে থাকতে চান না। বরং নিজ দেশ ছেড়ে এমন আশ্রিত জীবন তাদের কেবল কষ্ট দেয়। বাংলাদেশ সরকার রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মিয়ানমারে ফেরত পাঠানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। চীনের সহযোগিতায় মিয়ানমার সরকারের নতুন তৈরী করা গ্রামে পরীক্ষামুলক প্রত্যাবাসনের একটি উদ্যোগ চলমান। বাংলাদেশের শরনার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার মোহাম্মদ মিজানুর রহমান ভয়েস অফ আমেরিকাকে জানান, ইতোমধ্যে পরীক্ষামুলক প্রত্যাবাসনের উদ্দেশ্যে চারটি পরিবারকে ট্রানজিট ক্যাম্পে নেওয়া হয়েছে। তারা সেখানে আছেন। আমাদের ট্রানজিট সেন্টার গুলো প্রস্তুত করছি। নতুন করে ট্রানজিট কেন্দ্র নির্মানের জন্য টেন্ডার আহবান করা হয়েছে। সেগুলো নির্মান কাজ শুরু হবে।মিয়ানমারের সাথে আমাদের যোগাযোগ আছে। ২০১৭ সালে আগস্টের শেষ দিকে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ ও হত্যাকান্ডের প্রেক্ষিত সীমান্ত পাড়ি দিয়ে নাফ নদীর পাশে প্রাণ ভয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয় বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা শরণার্থী। জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা বলছে, রাখাইনে টেকসই প্রত্যাবাসন সহায়ক পরিবেশ এখনো সৃষ্টি হয়নি। ওদিকে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ মে মাসে বলেছে, বাংলাদেশ ও মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সাথে আলোচনা না করেই, তাদেরকে ফেরত পাঠানোর বন্দোবস্ত করেছে। মানবাধিকার সংস্থাটি বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষকে মনে করিয়ে দিয়ে বলেছে, এটা ভুলে যাওয়া ঠিক হবে না, কি কারনে তারা শরনার্থী হয়েছে এবং যার কোন কারনেই পরিবর্তন ঘটেনি। যে ৬ লাখ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী মিয়ানমারের জঘন্য শিবিরে বা গ্রামে অবস্থান করছে সাইক্লোন মোখার পরে জান্তা সরকারতাদের ত্রান সাহায্য পর্যন্ত বাধাগ্রস্ত করেছে, বলে মানবাধিকার সংস্থাটি জানায় । টেকনাফের দমদমিয়া ক্যাম্পের কাটাতারের পাশে ঢিবির উপরে পাঁচ সন্তান ও স্ত্রীকে নিয়ে বাস করেন ৩২ বছর বয়সী রোহিঙ্গা আবু শামা। গত ৫ মে বাংলাদেশ থেকে রোহিঙ্গাদের ২০ সদস্যের যে প্রতিনিধি দল রাখাইনে দিনব্যাপী সফর করে সেখানে ছিলেন শামা। লাম্বাশিয়া ক্যাম্পের রোহিঙ্গা নারী নেত্রী মিনারা বলেন, আমরা যেভাবে চাই, সেভাবে সুযোগ না দিলে তারা আমাদের মেরে ফেলেবে।

রাজ্যপালের 'পিস রুম' শান্তি ফেরাতে পারবে?

কলকাতা : পঞ্চায়েত নির্বাচন সংক্রান্ত অভিযোগ শুনতে রাজ্যপাল খুলেছেন 'পিস রুম'। হিংসা থামাতে কাজে আসবে এই উদ্যোগ?

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচনের সহিংসতা থামাতে উদ্যোগী হয়েছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। মনোনয়নপর্বের সহিংসতার পর দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড় ও ক্যানিং সফরে যান রাজ্যপাল। শান্তির বার্তা দেন তিনি। তার পর বোস সিদ্ধান্ত নেন, রাজভবনেই নির্বাচন সংক্রান্ত অভিযোগ শোনা হবে। রাজভবনে খোলা হয়েছে 'পিস রুম'। ফোন নম্বর ও ইমেল দেয়া হয়েছে। সেখানে যে কেউ অভিযোগ জানাতে পারেন। দিনভর বিরতিহীন ভাবে চলছে এই কাজ। ২৪ ঘণ্টাই ফোন, ইমেল আসছে। মোট আটজন কর্মী আধিকারিক অভিযোগ নথিবদ্ধ করছেন। সংবাদমাধ্যমকে দেয়া সাক্ষাৎকারে রাজভবনের কর্মী সন্দীপ রাজপুত বলেন, মূলত সহিংসতার অভিযোগ পাচ্ছি। মনোনয়ন জমা দিতে না পারার কথাও বলছেন অনেকে। অভিযোগ পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে রাজ্য সরকারের কাছে। রাজ্যের কাছ থেকে এ নিয়ে প্রতিক্রিয়া আসছে।

রাজ্যপাল বোস নিজেও এ কাজের তদারকি করছেন। প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিচ্ছেন আধিকারিকদের। তাঁর বক্তব্য, একাধিক জায়গায় গিয়ে আমি মানুষের কথা শুনেছি। সারা রাজ্যের মানুষ যাতে ভোট নিয়ে তাদের কথা জানাতে পারেন, সেই লক্ষ্যে এই পিস রুম খোলা হয়েছে। এর লক্ষ্য শান্তি প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করা। রাজ্য সরকার ও রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে রাজভবন তার সাংবিধানিক ভূমিকা পালন করবে।

শনিবার পিস রুম খোলা হয়েছে। রবিবার সহ ছুটির দিনও কাজ করবেন আধিকারিকরা। সোমবার পর্যন্ত সাড়ে ৩০০'র বেশি অভিযোগ জমা পড়েছে। শুধু বিরোধী নয়, শাসক দলের পক্ষ থেকেও অভিযোগ আসছে। রাজ্যপাল বলেন, ভোট সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত এই পিস রুম খোলা থাকবে। যদি তার আগে শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়ে যায়, তা হলে এর প্রয়োজন থাকবে না। তখন পিস রুম বন্ধ করে দেয়া হবে।

শাসক তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যপালের উদ্যোগের সমালোচনা করেছে। সাংসদ ও মুখপাত্র শান্তনু সেনের মন্তব্য, নির্বাচনী আচরণবিধি কার্যকর থাকার সময় বিজেপিকে খুশি করতে রাজ্যপাল শান্তির ঘর করেছেন। এর কোনো প্রয়োজন ছিল কি না বা আদতে এটা সাংবিধানিক ভাবে কতটা বৈধ, তা নিয়ে প্রশ্ন আছে। যদিও রাজভবনের দাবি, সংবিধানের আওতায় থেকেই পিস রুম খোলা হয়েছে। রাজ্যপাল রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান। অতীতে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালরা হিংসার অভিযোগ সরেজমিনে দেখতে ঘটনাস্থল সফর করেছেন। সাবেক রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধী নন্দীগ্রামের গুলিচালনার পর যে মন্তব্য করেছিলেন, তা ইতিহাস হয়ে রয়েছে। বোসের পূর্বসূরি জগদীপ ধনখড় গত বিধানসভা নির্বাচনের পর হিংসার অভিযোগ খতিয়ে দেখতে জেলা সফরে গিয়েছিলেন। সেই ধারাতেই বোসের নয়া উদ্যোগ 'পিস রুম'। অভিযোগ গ্রহণের পর 'পিস রুম'-এর কোনো কার্যকর ভূমিকা থাকবে বলে মনে করছেন না বাম কংগ্রেস নেতৃত্ব। সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী উল্টে প্রশ্ন তুলেছেন, যিনি নির্বাচন কমিশনারের পদে বসে পক্ষপাত করছেন, তাকে নিয়োগ দিলেন কেন রাজ্যপাল। নিয়োগ দেয়ার পর এখন অভিযোগ শোনার কী অর্থ? এ সব অভিযোগ রাজভবন পাঠাচ্ছে তো সেই কমিশন বা রাজ্যের কাছেই।

তাই এ নিয়ে বিরোধীরা বিশেষ আশাবাদী বলে মনে হচ্ছে না। বিজেপি নেতা ও পর্যবেক্ষক বিমলশঙ্কর নন্দ ডয়চে ভেলেকে বলেন, রাজ্যপালের চেষ্টায় কতটা লাভ হবে জানি না। তবে এখন যে আতঙ্কের পরিবেশ রয়েছে গ্রাম বাংলায়, তাতে এই উদ্যোগ মানুষকে কিছুটা ভরসা জোগাবে। তারা অন্তত অভিযোগ জানানোর একটা জায়গা পেলেন। প্রবীণ সাংবাদিক আশিস ঘোষ বলেন, এতো মানুষের রাজভবনে অভিযোগ জানানো প্রশাসন ও কমিশনের উপর এক ধরনের অনাস্থারই প্রকাশ। পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়ে কাজ হলে এতো ফোন, ইমেল কি আসতো? কিন্তু যদি দিনের পর দিন অভিযোগের সুরাহা না হয়, তা হলে রাজ্যপাল কী পদক্ষেপ নেন, সেটা দেখতে হবে।

পরমাণু কর্মসূচীতে যুক্তরাষ্ট্র ইরান অন্তর্বর্তী চুক্তির বিরোধিতা করেন নেতানিয়াহু

ইসরাইলঃ রবিবার ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেন, তিনি পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র এবং ইরানের মধ্যে আলোচনাকৃত যেকোনো অন্তর্বর্তী চুক্তির বিরোধিতা করেন। ইসরাইলের গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনের পর নেতানিয়াহু বক্তব্য রাখেন যে, ওয়াশিংটন এবং তেহরানের মধ্যে সমঝোতা হয়েছে। এর অধীনে কিছু নিষেধাজ্ঞা উপশমের বিনিময়ে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি কিছুটা আটকে রাখতে চাইবে। প্রতিবেদনগুলো নিরপেক্ষভাবে নিশ্চিত করা যায়নি, এবং যুক্তরাষ্ট্র প্রকাশ্যে এই ধরনের কোনো চুক্তি অস্বীকার করেছে। নেতানিয়াহু বলেন, ইসরাইল যুক্তরাষ্ট্রকে জানিয়েছে, সবচেয়ে সীমিত বোঝাপড়া, আমাদের দৃষ্টিতে যাকে 'ক্ষুদ্র চুক্তি' বলা হয় তা লক্ষ্য পূরণ করে না এবং আমরা তার বিরোধী।

ইসরাইলের সংবাদ সাইট ওয়ালা গত সপ্তাহে জানিয়েছে, বোঝাপড়ার অধীনে ইরান নিষেধাজ্ঞা উপশমের বিনিময়ে তার ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ ৬০ শতাংশে সীমিত করবে। সাইটটি আরও বলেছে, পক্ষগুলো পারস্পরিক বন্দী মুক্তি নিয়ে আলোচনা করছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রকের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার গত সপ্তাহে বলেছেন যে, এমন কোনো চুক্তি নেই। তিনি আরও বলেন, প্রতিবেদনগুলো অসত্য।

ইরান বলেছে, তার কর্মসূচি বেসামরিক উদ্দেশ্যে।

ইসরাইলের ধ্বংসের আহ্বান এবং সমগ্র অঞ্চল জুড়ে ইসরাইল বিরোধী জঙ্গি গোষ্ঠীগুলোর প্রতি সমর্থনের কথা উল্লেখ করে ইসরাইল পারমাণবিক ইরানকে একটি বড় হুমকি হিসেবে বিবেচনা করে।

ইসরাইল বলেছে, ইরানকে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করা থেকে বিরত রাখতে তারা সামরিক পদক্ষেপের সম্ভাবনা বাদ দিচ্ছে না।

কোভিড পরবর্তী সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে ১০ লাখের বেশি মানুষ মেডিকেড স্বাস্থ্যসেবা হারিয়েছেন

নিউ ইয়র্ক : করোনাভাইরাস মহামারী শেষ হওয়ার পরে কিছু রাজ্য দ্রুত স্বাস্থ্যসেবা কভারেজ বন্ধ করায় গত কয়েক মাসে মেডিকেড থেকে ১০ লাখের বেশি মানুষ বাদ পড়েছে। বেশিরভাগই কাগজপত্র পূরণ না করার জন্য বাদ পড়েছেন। যদিও ফেডারেল সরকারের দ্বারা যোগ্যতা পর্যালোচনার প্রয়োজন, কিছু রাজ্য কতটা দক্ষতার সাথে কাজটি সম্পন্ন করছে তা নিয়ে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসন সন্তুষ্ট নয়। এপি থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন এবং তথ্য অনুসারে, ইতোমধ্যেই এপ্রিল বা মে মাসে প্রক্রিয়া শুরু করা ২৪টির বেশি রাজ্যে মেডিকেড থেকে প্রায় ১৫ লাখ মানুষকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে।

ফেব্রুয়ারি মাসে সর্বসাম্প্রতিক তথ্য অনুসারে, দেশব্যাপী ৯ কোটি ৩০ লাখের বেশি মানুষ মেডিকেডে নথিভুক্ত হয়েছিল এটি জানুয়ারি ২০২০ সালের প্রাক মহামারীর থেকে প্রায় এক তৃতীয়াংশ বেশি। তালিকা বেশ দীর্ঘ হয়ে গেছে কারণ ফেডারেল আইন রাজ্যগুলোকে মেডিকেড থেকে মানুষদের অপসারণ করতে নিষিদ্ধ করেছিল। এখন যেহেতু যোগ্যতা পর্যালোচনা পুনরায় শুরু হয়েছে, রাজ্যগুলো মানুষের আয় বা জীবন পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়েছে কি না তা নির্ধারণের জন্য কেসগুলোর ব্যাকলগ নিয়ে কাজ করতে শুরু করেছে।

প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করার জন্য রাজ্যগুলোর হাতে এক বছর সময় রয়েছে। কিন্তু প্রত্যেকের কাছ থেকে জবাব পাওয়া কঠিন হয়েছে কারণ কিছু মানুষ স্থানান্তর হয়েছে, যোগাযোগের ঠিকানা পরিবর্তন করেছে বা পুনর্নবীকরণের প্রক্রিয়া সম্পর্কিত চিঠি উপেক্ষা করেছে।

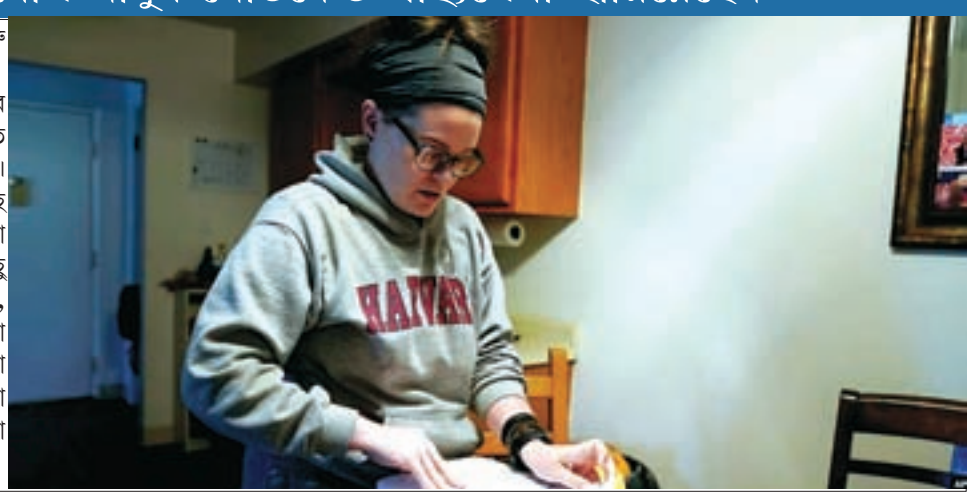

উদ্বাস্তু মিয়ানমার ভারত বাংলাদেশকে একজোট হয়েই এর সমাধান খুঁজতে হবে

উদ্বাস্তু বিষয়ক জাতীয় নীতি নেই ভারতের, রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের অবস্থান প্রশ্নের মুখে

কলকাতা : জাতিসংঘের হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এর তথ্য অনুযায়ী ভারতে এই মুহূর্তে বসবাসকারী রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুর সংখ্যা আনুমানিক ৪০ হাজার। তাদের মধ্যে অন্তত ২০ হাজার জাতিসংঘের হিউম্যান রাইটস্ কমিশন এ নথিভুক্ত আছেন।

ভারতের রাজধানী দিল্লি সহ, জম্মু ও কাশ্মীর, হায়দ্রাবাদ, হরিয়াণা ও পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু শিবিরে এই রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বাস করে। যদিও ভারত মনে করে যে ভারতে আশ্রয় নেওয়া এই রোহিঙ্গা শরণার্থীরা আদপে 'বেআইনি পরিযায়ী'। এই মনোভাবের বড় কারণ ভারতের উদ্বাস্তু বিষয়ে কোনও জাতীয় পলিসি বা নীতি নেই এবং সেই হাতে গোনা কয়েকটি দেশের মধ্যে ভারত রয়েছে যারা জাতিসংঘের ১৯৫১'র রিফিউজি কনভেনশন এ স্বাক্ষর করেনি। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী ২০০'র বেশি রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু ভারতের বিভিন্ন ডিটেনশন ক্যাম্প এ আটক হয়ে আছেন। নারী অধিকার নিয়ে কাজ করা একটি অলাভজনক সংগঠন 'দ্য আজাদি প্রজেক্ট' ও রিফিউজি ইন্টারন্যাশনাল নামক একটি আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে তৈরি হওয়া একটি রিপোর্ট - 'আ শ্যাডো অফ রিফিউজি : রোহিঙ্গা রিফিউজিস্ ইন ইন্ডিয়া' প্রকাশিত হয়েছে গত মে মাসে। এই রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে, ভারত সেই সমস্ত রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের ভারত ছাড়ার অনুমতি দিচ্ছে না যারা জাতিসংঘের রিফিউজি এজেন্সি থেকে উদ্বাস্তু হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছেন এবং যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি ও অন্যান্য ইওরোপিয়ান দেশ যারা জি টোয়েন্টি ফোরাম এর মতো মঞ্চের সদস্য দেশে পুনর্বাসনের অনুমোদন পেয়েছেন। পাশাপাশি বর্তমান সরকারের অধীনে ভারতে ক্রমেই তাদের বিরুদ্ধে মুসলমান বিদ্বেষী ও উদ্বাস্তু বিরোধী মানসিকতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া তারা সব সময়েই ভীত থাকেন যে তাদের মিয়ানমার এ ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হবে, যেখানকার গণহত্যার পরিবেশ থেকে তারা পালিয়ে এসে উদ্বাস্তু হয়ে পড়েছেন। এই রিপোর্টে এই তথ্যই উঠে এসেছে।

ভারতে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে ভয়েস অফ আমেরিকা কথা বলেছে, জেনিভা গ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউট'র নৃতত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞানের পিএইচডি গবেষক সুচরিতা সেনগুপ্তর সঙ্গে। তিনি ভারতের অবস্থান প্রসঙ্গে বলেন, যদিও আমরা রিফিউজি কনভেনশন এ স্বাক্ষরকারী নই, কিন্তু ভারতের একটা উদ্বাস্তু বান্ধব ইতিহাস বা ঐতিহ্য আছে, তা সে ১৯৪৭ হোক বা ১৯৭১। কোনও রিফিউজি পলিসি না থাকলেও টিবেটিয়ান, চাকমা বা শ্রীলঙ্কান - সব উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রেই ভারতের বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ থেকেছে। বর্তমানে রোহিঙ্গাদের ক্ষেত্রে যা দেখা যাচ্ছে তা ব্যতিক্রমী। যদিও ভারতে তাদের ক্যাম্প অবস্থান আছে। এই মানসিকতা কেন্দ্রের। তবে পশ্চিমবঙ্গের কথা বললে বলতে হয় যে রোহিঙ্গাদের বিষয়ে রাজ্য সরকারের অবস্থান অনেকটাই মানবিক, অতটা হার্ড লাইনড স্ট্যান্ড পয়েন্ট নয়। সুচরিতা নিজের গবেষণা ও কাজের সূত্রে ভারতে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের পরিস্থিতি দেখার সুবাদে জানান তাদের কেন্দ্র করে অনেক সময়েই বেআইনিভাবে ভারতের নাগরিক সুযোগ সুবিধা পাওয়ার বা সামাজিক স্থিতিশীলতা অশান্ত করার যে অভিযোগ করা হয়, তা সঠিক নয়, কোনওটাই খুব একটা প্রমাণিত নয়, সবটাই অনুমানের স্তরে থাকে। উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, যেমন অনেক সময়েই ধরে নেওয়া হয় পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলাগুলির অধিকাংশ মুসলমান জনগোষ্ঠীর মানুষেরা বাংলাদেশী। যেমন কোনও প্রামাণ্য ভিত্তি থাকে না এই কথাগুলি বলার যে মুসলমান হলেই তিনি আমদের দেশের নাগরিক নন, এ দেশে থাকার অধিকার নেই, তারা বেআইনি অনুপ্রবেশকারী। তার মতে, রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের এই রাষ্ট্রহীনতার বিষয়টিকে মানবিকভাবেই বিচার করা প্রয়োজন, যেহেতু এটি হয়েছে দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে, যেখানে ভারত, মিয়ানমার, বাংলাদেশ অতীতে একটাই অংশ ছিল আর এই পরিযায়ী হয়ে ওঠার বিষয়টি ঘটছে দেশভাগের সময় থেকে, এই সামাজিক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটি মনে না রাখলে বোঝা সম্ভব নয় যে আজও এরা কেন এভাবে সীমান্ত পেরোচ্ছেন। যে দেশ এতবড় একটা দেশভাগ প্রত্যক্ষ করেছে, সীমান্তের উপরেই তৈরি যে রাষ্ট্র তৈরি হয়েছে, তার উদ্বাস্তু ইস্যুতে এই মানসিকতা অর্থহীন। কেন এই মানুষগুলি দেশছাড়া সেই সামাজিক রাজনৈতিক বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করতে হবে। শেষ পর্যন্ত এটা মানুষের বেঁচে থাকার লড়াই।

জাতিসংঘ থেকে যেমন বলা হয়েছে যে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের বিষয়টি দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক বিষয় ও তা এখানকার রাষ্ট্রপ্রধানদেরই আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে হবে, তার সঙ্গে সুচরিতা দ্বিমত পোষন করেন, কারণ তাঁর বক্তব্য বিষয়টি 'গ্লোবাল'। কিন্তু তিনি এও বলেন এটা বাস্তব যে, যেহেতু মিয়ানমার, বাংলাদেশ ও ভারতের সীমান্তই এক্ষেত্রে লঙ্ঘিত হচ্ছে ও এই তিনটি দেশই বিষয়টির সঙ্গে সবচেয়ে বেশি জড়িত, তাই ভারত ও বাংলাদেশের নাগরিকদের মনে রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে নানা প্রশ্ন রয়েছে এবং নানাভাবে এই ধারণাটিও রয়েছে যে ভারত বা বাংলাদেশের নাগরিকদের জীবনে এর প্রভাব পড়তে পারে। এই বিষয়ে সবচেয়ে বড় ভূমিকা নিঃসন্দেহে মিয়ানমার এর। ভারত হোক বা বাংলাদেশ তখনই এই উদ্বাস্তুদের মিয়ানমার এ ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া করা যেতে পারে যদি সেখানে তাঁদের জীবনের সম্পূর্ণ সুরক্ষা ও 'ডিগনিটি' সুনিশ্চিত করা যায়। এই বিষয়টি ভালো করে বুঝে নেওয়ার দায়িত্ব যে দেশ থেকে ফেরত পাঠানো হচ্ছে তার সরকারের উপরেও বর্তায়, মত সুচরিতার।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে আসে। তা হল - বিগত বছরগুলিতে এই উদ্বাস্তু ক্যাম্পগুলিতেই অনেকের জন্ম হয়েছে, তারা সেই ক্যাম্পেই বেড়ে উঠছে, বা খুবই কম বয়সে যারা এই ক্যাম্পগুলিতে এসেছে, তাদের বিষয়ে তিন দেশেরই সরকারি সিদ্ধান্ত কী হবে তার কোনও স্পষ্ট নির্দেশিকা নেই। সুচরিতা বলেন, রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের অনেকের রিফিউজি কার্ড আছে। ভারতে অরুণাচল প্রদেশে চাকমা শরণার্থীদের জায়গা দেওয়ার উদাহরণ আছে, দলাই লামা'র ঘটনা দেখেছি, শ্রীলঙ্কার উদ্বাস্তুদের দেখেছি, ভূটানিজ উদ্বাস্তুদের দেখেছিল, তাছাড়া দেশভাগজনিত উদ্বাস্তুরা তো আছেনই। এই ধারা অন্যায়ীই রোহিঙ্গাদের নিয়েও ভারত অবশ্যই ভাবতে পারে। ১৯৪৭ ও ১৯৭১-এর দু'টি ওয়াটার শেড ইভেন্ট এর থেকে রোহিঙ্গা ইস্যুটি কোনও অংশে কম তো নয়ই, অভিঘাতের দিক থেকে তা অনেকটাই বেশি, কারণ মিয়ানমার এর খবর খুব বেশি বাইরে না আসায় এই বিষয়টি নিয়ে যতটা আলোচনা হওয়ার কথা ততটা হয় না। মিয়ানমার - ভারত - বাংলাদেশকে একজোট হয়েই এর সমাধান খুঁজতে হবে। আসলে উদ্বাস্তু নিয়ে সংশয় সব সময়েই থাকে, সব সময়েই থেকেছে, এটা থাকবেই - অনস্বীকার্য। সেক্ষেত্রে ভারত সরকারের দায়িত্ব ভারতের নাগরিকদের, রোহিঙ্গাদের বিষয়ে কোনও রকম ভুল ধারণা যাতে তৈরি না হয় সে বিষয়ে সচেতন থাকা এবং একটি মানবিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিষয়টিকে বিচার করে তার সামাজিক রাজনৈতিক সমাধান খোঁজায় সচেষ্ট হওয়া।

জাতীয় খবর বাংলা দৈনিক রাজনীতি
JATIO KHOBOR BANGLA DAINIK
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

ঐতিহ্যবাহী রাজ আমলের মদনমোহন মন্দির থেকে রথে চড়ে মাসির বাড়ি গেলেন মদনমোহন

কোচবিহার ঃ ঐতিহ্যবাহী রাজ আমলের মদনমোহন মন্দির থেকে রথে চড়ে মাসির বাড়ি গেলেন মদনমোহন। আজ বিকেল ৪ টা ৫৫ মিনিট নাগাদ মদনমোহন মন্দিরের সামনে থেকে রথযাত্রার সূচনা হয়। কোচবিহারের জেলাশাসক তথা দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড এর সভাপতি পবন কাদিয়ান রথের দড়ি টেনে রথযাত্রার শুভ সূচনা করেন। রথযাত্রা উপলক্ষে মদনমোহন মন্দিরের সামনে উপচে পরে ভক্তদের ভিড়। মদনমোহন মন্দির থেকে গুঞ্জ বাড়ির ডাঙ্গরাই মন্দিরে মাসির বাড়ি যান কোচবিহার বাসির প্রাণের ঠাকুর মদনমোহন। আগামী সাতদিন গুঞ্জবাড়ির ডাঙ্গরাই মন্দিরে মাসির বাড়িতে থাকার পর পুনরায় মদনমোহন মন্দিরে ফিরে আসবেন রাজ পরিবারের কুল দেবতা মদনমোহন। আর এই সাত দিনব্যাপী গুঞ্জবাড়িতে চলবে রথের মেলা।

শিলিগুড়ির ইসকনে রথযাত্রা উৎসব উদযাপন

শিলিগুড়ি ঃ আজ শ্রীক্ষেত্র পুরীধামে শুভ রথযাত্রার সাথে সাথে সমগ্র বিশ্বব্যাপী এই রথযাত্রা উদযাপিত হচ্ছে।পাশাপাশি এই বছর মহাধুম-ধামের সাথে ইসকন শিলিগুড়ি দ্বারা আয়োজিত ৩৪'তম রথযাত্রা উদযাপিত হলো। এই উপলক্ষে চারিদিকে এক দিব্য আনন্দের বাতাবরণ বইছে।শ্রীশ্রীজগন্নাথের রথ উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব। শ্রী বলরামের রথের শুভ সূচনা করেন শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনার অখিলেশ চতুরবেদি। সুভদ্রা দেবীর রথের শুভ সূচনা করেন প্রিয়াঙ্কা সিং। বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জয়জিৎ চৌধুরী, অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ, বিশিষ্ট সমাজ সেবী রতন বিহানি, পরিবেশবিদ অ্যাডভোকেট দীপজ্যোতি চক্রবর্তী, শ্রী মুন্না প্রাসাদ, MMIC SMC, রাম কৃষ্ণ সাহা।

চম্পাসারি ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডে রেগুলেটেড মার্কেটে আশ্রমের রথযাত্রার উদ্বোধন

শিলিগুড়ি ঃ চম্পাসারি ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডে রেগুলেটেড মার্কেটে আশ্রমের রথযাত্রার উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন করেন দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ, শিলিগুড়ি পৌরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার।বলরাম, শুভদ্রা ও জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে মেতে উঠেছে গোটা দেশ। একইভাবে সেই উৎসবের ছবি দেখা গেল শিলিগুড়ি পৌরনিগমের ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের রেগুলেটেড মার্কেট এলাকায়। মঙ্গলবার সেখানে রেগুলেটেড মার্কেট আশ্রমের তরফে আযোজিত রথযাত্রা উৎসবের সূচনা করেন দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ ও শিলিগুড়ি পৌর নিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। সম্পূর্ণ রীতিনীতি মেনে রথের আগে পথ পরিস্কার করতে দেখা গেল ওই দুইজনকে।

রথযাত্রা কে কেন্দ্র করে শক্তিগড়ের শ্রী কেশব গোস্বামী গৌড়িও মঠে ভক্তদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতোন

শিলিগুড়ি ঃরথযাত্রা কে কেন্দ্র করে শক্তিগড়ের শ্রী কেশব গোস্বামী গৌড়িও মঠে ভক্তদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতোন।জগন্নাথ, বলরাম ও শুভদ্রাদেবী সুসজ্জিত ভাবে রথে বিরাজমান।সাত দিনের জন্য মাসির বাড়ি যাবার পথে সকল ভক্তদের দর্শন দেন জগন্নাথ, বলরাম ও শুভদ্রা।এই রথযাত্রায় শক্তিগড়ের সল রাস্তায় জিলেপি লটকা নানান খেলনা সামগ্রী সহ নাগরদোলনা কোন কিছুতে কমতি ছিল না।গৌড়িও মঠ থেকে রথ বেরিয়ে কাওয়ালি মোড় হয়ে বিভিন্ন পথ অতিক্রম করে মাসির বাড়ি প্রবেশ করেন জগন্নাথ বলরাম ও শুভদ্রা।

রথযাত্রা উপলক্ষে নিত্য প্রযোজনীয় ব্যবহার অযোগ্য বস্তু দিয়ে রথ বানিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিল ইসলামপুরের থানা কলোনীর বাসিন্দা আয়ুষ দে

উত্তর দিনাজপুর ঃ রথযাত্রা উপলক্ষে নিত্য প্রযোজনীয় ব্যবহার অযোগ্য বস্তু দিয়ে রথ বানিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিল ইসলামপুরের থানা কলোনীর বাসিন্দা আয়ুষ দে। আয়ুষ ইতিপূর্বেও এক ফুটের রথ বানিয়ে সাড়া ফেলে দিয়েছিল। এবার তিনি অপূর্ব সুন্দর ব্যবহার অযোগ্য বস্তু দিয়ে তিন ফুটের রথ বানিয়ে প্রসংশার পাত্র হয়ে উঠেছেন। এই মুহূর্তে আয়ুষ ইসলামপুর হাই স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র। পড়াশোনার ফাঁকে এই ধরনের কাজে দক্ষ হয়ে উঠেছেন আয়ুষ। এছাড়াও ব্যবহার অযোগ্য বস্তু দিয়ে সব সময় তিনি বিভিন্ন মূর্তি বানিয়ে থাকেন। এবার রথ বানিয়ে নিজের বাড়িতেই জগন্নাথ দেবের পুজোর আযোজন করেছেন আয়ুষ। আয়ুসের এই কাজে মুখর হয়ে তাকে পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি প্রতিবেশীরাও সর্বদা উৎসাহিত করে থাকেন। এছাড়াও প্রতিভাবান আয়ুসের শিল্পীসত্বাকে সম্মান জানিয়েছেন বিভিন্ন স্তরের মানুষ।

কোচবিহার সুভাষপল্লী স্পোর্টিং ক্লাবের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে মহাসমারহে খুঁটি পূজার আয়োজন করা হলো

কোচবিহার ঃ কোচবিহার সুভাষপল্লী স্পোর্টিং ক্লাবের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে মহাসমারহে খুঁটি পূজার আযোজন করা হলো। মঙ্গলবার এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই খুঁটি পূজার আযোজন করা হয়। বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের পাশাপাশি মহিলা ঢাকি সহ একটি শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি এই ৭৫ তম দুর্বো উৎসবকে কেন্দ্র করে নানান ধরনের অনুষ্ঠান গ্রহণ করা হবে বলেই কমিটির পক্ষ থেকে জানা গেছে।এদিন এলাকার পুরুষ এবং মহিলা সমন্বয় এই অনুষ্ঠান সার্বিকভাবে সুন্দর করে তোলা হয়। সেই সাথে প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপেক্ষা করেও নতুন চিন্তা ভাবনাকে পাথেয় করে সাজিয়ে তোলার পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়। এবারের এই দুর্গা পুজোর থিম মানতপুরী। এদিন পায়রা ও বেলুন উড়িয়ে তৃতীয় পর্যায়ের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা গোটা কোচবিহার শহর পরিক্রমা করে বলেই জানা গেছে।

রথযাত্রার প্রাক্কালে দুর্গোৎসবের আমেজ চলে আসে পাড়ায় পাড়ায়,খুঁটি পূজা ও কাঠাম পূজার মধ্যদিয়ে দেশবন্ধু পাড়া নবীন সংঘের ঢাকে কাঠি পড়ে গেল আজ থেকে

শিলিগুড়ি ঃরথযাত্রার প্রাক্কালে দুর্গোৎসবের আমেজ চলে আসে পাড়ায় পাড়ায়,খুঁটি পূজা ও কাঠাম পূজার মধ্যদিয়ে দেশবন্ধু পাড়া নবীন সংঘের ঢাকে কাঠি পড়ে গেল আজ থেকে।৬৩ তম বর্ষে দেশবন্ধুপাড়ার নবীন সংঘ এবার অনেকটাই আগের থেকে দূর্গোৎসবের সুচনা করে দিলেন।আজ রথযাত্রার পুন্ন লগ্নে খুঁটি পূজার মধ্যদিয়ে দূর্গাপূজার আনুষ্ঠানিক শুভারম্ভ করেন উদ্দ্যোক্তারা।পূজা কমিটির সদস্য ঈশান্ত সেন জানান এবছর একটু আগেই শুরু করা হলো কারণ ভিন্নভাবে দূর্গা পূজা করবার চিন্তা রয়েছে।রথযাত্রার শুভক্ষণে খুঁটি দূর্গোৎসবের সুচনা করা হলো।

প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে হাতির হানায় প্রাণ হারালেন ৭০ বছরের এক বৃদ্ধ

শিলিগুড়ি ঃপ্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে হাতির হানায় প্রাণ হারালেন ৭০ বছরের এক বৃদ্ধ। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে নকশালবাড়ি থানার অন্তর্গত দয়ারাম জোত এলাকায় মা সন্তোষী মাতা মন্দিরের পেছনে। মৃতের নাম কৃষ্ণ বাহাদুর ছেত্রী। তিনি সিকিমের বিদ্যুৎ বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী ছিলেন।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন নকশালবাড়ি থানার পুলিশ এবং টুকরিয়া ঝাড় বনাঞ্চলের কর্মীরা। দেহটি উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়।

ফের রাজনৈতিক হিংসা দিনহাটায়

কোচবিহার ঃ ফের রাজনৈতিক হিংসা দিনহাটায়। তৃণমূল প্রার্থীর স্বামীকে টার্গেট করে মারতে গিয়ে এক তৃণমূল কর্মীকে কুড়ুল দিয়ে আঘাত করার অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে। ঘটনায় গুরুতর জখম ওই তৃণমূল কর্মীকে কোচবিহার মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি গতকাল রাতে বড়ো আটিয়াবাড়ী এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৩৬ নম্বর বুথের তৃণমূল প্রার্থী শর্মিষ্ঠা সরকারের স্বামী দেবাশীষ বর্মন এবং তৃণমূল কর্মী বিনয় বর্মন এলাকায় বাড়ি বাড়ি প্রচারে বেরোয়। রাতে যখন তারা বাড়ি ফিরছিল সেই সময় বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা দেবাশিস বর্মনকে মারতে গিয়ে বিনয় বর্মনের উপর ভুল করে হামলা চালায় বলে অভিযোগ। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি।

রথের পূন্যতিথীতে কাঠাম পূজার মধ্য দিয়ে দুর্গা পুজোর সূচনা হলো শিলিগুড়িতে

শিলিগুড়ি ঃ রথের পূন্যতিথীতে কাঠাম পূজার মধ্য দিয়ে দুর্গা পুজোর সূচনা হলো শিলিগুড়িতে।এদিন মিত্র সম্মেলনির উদ্যোক্তারা কাঠাম পূজার আযোজন করেন।ঢাকের বাদ্য সহযোগে পুরোহিত দিয়ে দেবীর কাঠামোর পুজো করেন ক্লাব উদ্যোক্তারা।ক্লাবের সকল সদস্য এই পুজোয় অংশগ্রহণ করেন।ক্লাবের সম্পাদক অশোক ভট্টাচার্য জানান,এবারে তাদের পুজো ৯৭ বছরে পদার্পণ করল।সমস্ত নিয়ম নিষ্ঠা সহকারে কাঠাম পূজার মধ্য দিয়ে দুর্গা পূজার সূচনা হয় এদিন। শিলিগুড়িতে প্রথম দূর্গা পূজোর আয়োজন করে মিত্র সম্মেলনী।বর্তমানে ছোট ও বড় বাজেটের ১৭৩টি পূজো হয় শিলিগুড়িতে।জাঁকজমকপূর্ণ বা থিমের পূজো না করলেও মিত্র সম্মেলনীর পূজো দেখতে আজও ভীড় করেন শিলিগুড়িবাসী।

আজ রথযাত্রা,বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেই প্রস্তুতি শুরু জলপাইগুড়িতে

জলপাইগুড়ি ঃ আজ রথযাত্রা, বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেই সকাল থেকে প্রস্তুতি শুরু জলপাইগুড়িতে। সাত সকালেই ভক্তদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেলো শ্রী শ্রী জগন্নাথ গৌড়ীয় মঠে।এই উপলক্ষে জলপাইগুড়ির পুরাতন পুলিশ লাইনে অবস্থিত শ্রীশ্রী জগন্নাথ গৌড়ীয় মঠের পক্ষ থেকে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে বছরে একবার মাসির বাড়ি গিয়ে সাত দিন থেকে আসেন প্রভু জগন্নাথ। জলপাইগুড়িতে যোগমায়া কালী বাড়িকে শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের মাসির বাড়ি হিসেবে মানা হয়। মঙ্গলবার সকাল থেকেই গৌড়ীয় মঠের পক্ষ থেকে পুজো অর্চনার পাশাপাশি ইতিমধ্যই নাম সংকীর্তনে মেতে উঠলেন প্রভু জগন্নাথের ভক্তবৃন্দরা।এই প্রসঙ্গে গৌড়ীয় মঠের পক্ষ থেকে জানানো হয় আজ বিকেলে এই মঠ থেকে শহর পরিক্রমা করে মাসির বাড়িতে গিয়ে পৌঁছাবে রথ। বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেই এই রথ যাত্রায় ভক্তদের ভিড় উপচে পরবে বলে আসাবাদী মঠ কর্তৃপক্ষ।

শিলিগুড়িতে রথখোলা স্পোর্টিং ক্লাবের তরফে আয়োজিত হতে চলেছে রথযাত্রা উৎসব

আগামী ২৯ জুন থেকে ২৮ জুন পর্যন্ত ওই উৎসবের আয়োজিত রথযাত্রা উৎসব। শনিবার শিলিগুড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করে উৎসবের বিষয়ে জানান আয়োজক সংস্থার সদস্যরা ৭৪ তম ওই উৎসবে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার রথ শহর পরিক্রমা করবে।

ভোর রাত মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) ঃ সাতেরো জুন নানুর বিধানসভা কেন্দ্রের কসবা গ্রামপঞ্চায়েতের ছয় নং ওয়ার্ডের বিজেপি প্রার্থী চন্দন বাস্কিকে জামবুনি বাসস্ট্যান্ড থেকে জোর করে সুনীল মুর্মুর নেতৃত্বে তৃণমূলের লোকজন তাকে পার্টি অফিসে তুলে নিয়ে যায় । সেখান থেকে বিভিন্ন ধরনের ভয় দেখিয়ে মনোনয়নপত্র জোর করে প্রত্যাহার করায় বলে অভিযোগ । চন্দন বাস্কি বলে, সুনীল মুর্মুর নেতৃত্বে জাম্বুনি বাসস্ট্যান্ড থেকে প্রথমে তৃণমূল পাটি অফিসে তুলে নিয়ে যায় তৃনমূলের লোকজন । তারপর চারচাকা গাড়ীতে চাপিয়ে বিডিও অফিসে নিয়ে গিয়ে জোর করে মনোনয়নপত্র তোলা করায় । আমি বিডিও সাহেবের কাছে অনুরোধ করছি যাতে আবার আমাকে প্রার্থী হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় ।

আক্রান্ত শিবঠাকুর কাঠগড়ায় বিজেপি

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) ঃ মঙ্গলবার মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে মাথা ফাটল বিতর্কিত শিবঠাকুর মন্ডলের । শিবঠাকুরের অভিযোগ, রথের দিন ভাগের পুকুরে মাছ ধরা হচ্ছিল । পুকুরের মাছ বিজেপি কর্মীদের মধ্যে ভাগ করে দিচ্ছিলো কাকা দীপক মন্ডল । প্রতিবাদ করতেই শিবঠাকুরের উপর চড়াও হয় প্রভাত ও তার অনুগামীরা বলে অভিযোগ । মনোনয়ন প্রত্যাহার করার জন্য চাপ দিচ্ছে বলে অভিযোগ শিবঠাকুরের । দুবরাজপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে শিবঠাকুর । বিজেপি বিধায়ক অনুপ সাহা বলেন, মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে গন্ডগোল । ভোটে হেরে যাবে বলে শিবঠাকুর বিজেপির উপর দোষারোপ করছে । বালিজুড়ি গ্রামপঞ্চায়েতের বনকাটি সংসদ থেকে তৃণমূল প্রার্থী হয়েছে শিবঠাকুর মন্ডলের স্ত্রী লিপিকা মন্ডল ।

বিজেপিতে পঞ্চাশ পরিবার

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) ঃ রথের দিন মঙ্গলবার বিকালে দুবরাজপুর বিধানসভাকেন্দ্রের লক্ষীনারায়নপুর গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তর্গত বেলবুনী গ্রামের ২৩৮ নং বুথে পঞ্চাশটি পরিবার তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করলো । নবাগতদের হাতে বিজেপির দলীয় পতাকা তুলে দেন স্থানীয় বিধায়ক অনুপ সাহা । বিধায়ক অনুপ সাহা বলেন, পঞ্চাশ পরিবার ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করায় আমরা বিজেপি প্রার্থীকে জেতানো এবং সুষ্ঠু নির্বাচন করার বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করলাম । আগামীদিনে এই পরিবারগুলোকে সঙ্গে নিয়ে চলবো ।

রথযাত্রার দিন 'বড় মা' পুজোর কাঠামো পুজোর আয়োজন করলো মহামায়া স্পোর্টিং ক্লাব

শিলিগুড়ি ঃ রথ যাত্রার পুণ্যলগ্নে 'বড় মা' পুজোর কাঠামো পুজোর আয়োজন করলো মহামায়া স্পোর্টিং ক্লাব। রীতিনীতি মেনে সম্পন্ন হয় পুজো।মঙ্গলবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের অন্তর্গত ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত মহামায়া স্পোর্টিং ক্লাব প্রাঙ্গণে এই কাঠামো পুজো অনুষ্ঠিত হয়। কাঠামো পুজোর মধ্য দিয়ে বড়মা পুজোর প্রস্তুতি শুরু করে ক্লাব কর্তৃপক্ষ। এদিনের এই কাঠামো পুজোতে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র পারিষদ দুলাল দত্ত।তিনি জানান বড় মা, মা কালীর আরো একটি রূপ।ভিন্ন ভাবে বিশেষ আয়োজনের মধ্য দিয়ে এই পুজো করা হবে।

পুকুরে বিষ দিয়ে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকার মাছ মেরে ফেলার অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে

মালদা ঃ পুকুরে বিষ দিয়ে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকার মাছ মেরে ফেলার অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। সোমবার সকালে ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদার মঙ্গলবাড়ী অঞ্চলের ঝাঁজরা এলাকায়। জানা গেছে ওই এলাকার নলডুবির স্থানীয় বাসিন্দা আনন্দ ঘোষের কয়েক বিঘার একটি পুকুর রয়েছে। আজ অর্থাৎ সোমবার সকালে লোক মারফত জানতে পারেন যে তার পুকুরে মরা মাছ ভেসে উঠেছে এবং খবর পেয়ে পুকুরে গেলে চক্ষু চরক গাছ হয়ে ওঠে কারণ গোটা পুকুরে মরা মাছ ভেসে রয়েছে। পুকুরের পাড়ে পড়ে রয়েছে বিষের কৌটা। এই বিষয়ে পুকুর মালিক আনন্দ ঘোষ জানান, কে বা কারা বিষ দিয়ে পুকুরের মাছ মেরে ফেলেছে তা বুঝতে পারছি না। প্রায় ৫ লক্ষ টাকা মাছ বিষ দিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে। দোষীদের শাস্তির দাবির পাশাপাশি সরকারের কাছে ক্ষতিপূরণের আর্জি জানাচ্ছি।

টিবি মুক্ত ভারত গড়ার লক্ষ্য রেখেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি,জানালেন রাজু বিস্তা

শিলিগুড়ি ঃ ২০২৫ সাল পর্যন্ত টিবি মুক্ত ভারত গড়ার লক্ষ্য রেখেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এতে অনেকটাই উপযোগী হবে উত্তরের চা বলয়, শিলিগুড়িতে জানালেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা। রবিবার শিলিগুড়িতে মন কি বাত অনুষ্ঠানে যোগ দেন সাংসদ রাজু বিস্তা। সেই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০২৫ সালের মধ্যে টিবি মুক্ত ভারত গড়ার লক্ষ্য রাখার কথা জানান। আর সেই প্রসঙ্গে সাংসদ রাজু বিস্তা জানান, প্রধানমন্ত্রীর এই লক্ষ্যের ফলে উত্তরের চা অধ্যুষিত এলাকার মানুষ অনেকটাই উপকৃত হবে। কারণ চা বাগানের মানুষের মধ্যে অপুষ্টি জনিত রোগ দেখা দিয়ে থাকে। আর প্রধানমন্ত্রীর টিবি মুক্ত ভারত গড়ার এই লক্ষ্যে সব থেকে বেশি উপকৃত হবে চা বলয়।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার সভায় সাধারণ জনতার অংশগ্রহণ সংক্রান্তে উত্তাল রাজ্যের রাজনীতি

বিজেপির প্রতি রাজ্যবাসীর মোহভঙ্গ হয়েছে বলে কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরার টুইটের পাল্টা জবাবে তাকে এভাবে ভুল তথ্য প্রদান না করে ভবিষ্যতে বিজেপির সভায় উপস্থিত থাকার জন্য নিমন্ত্রণ মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকার

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ অসমে এসে মহা জনসম্পর্ক অভিযানে সামিল হয়ে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা একদিকে প্রধানমন্ত্রী মোদির প্রতিটি পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে কংগ্রেসের শাসন কালের অপ ব্যবস্থা, দুর্নীতির যাবতীয় খতিয়ান সভায় তুলে ধরেন। তবে নাড্ডা দিল্লি ফিরে গেলেও এই সভায় সাধারণ জনতার উপস্থিতি সংক্রান্তে কংগ্রেস এবং বিজেপির মধ্যে রাজনৈতিক যুদ্ধ শুরু হয়েছে। বিজেপির প্রতি রাজ্যবাসীর মোহভঙ্গ হয়েছে বলে কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা টুইট করেছেন। তাছাড়া বিধানসভায় দলীয় নেতা দেবব্রত শইকীয়া এবং উপদলপতি তথা প্রাক্তন মন্ত্রী রকিবুল হোসেন এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। তবে এর পাল্টা জবাব টুইটের মাধ্যমে দিয়েছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা। তিনি এক্ষেত্রে কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরাকে মিথ্যা তথ্য প্রকাশ না করার অনুরোধ জানিয়ে জনতার উপস্থিতি স্বচক্ষে দেখার জন্য তাকে স্বয়ং বিজেপির সভায় অংশগ্রহণের নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকারের ৯ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে তথা আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রচারের লক্ষ্যে রবিবার আযোজিত মহা জনসম্পর্ক অভিযানের অন্তর্গত জনসভায় অংশ নিয়েছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। তবে তার আগে যোরহাটের চারজন বিশিষ্ট ব্যক্তির বাড়িতে পৌঁছে তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন তিনি। আমগুড়ির দুর্লভ গগৈ হাই স্কুল ময়দানে অনুষ্ঠেয় বিশাল জনসভায় অংশগ্রহণ করে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নরেন্দ্র মোদির নয় বছরের শাসনকালে এবং এই নয় বছর আগের ভারতের দুটি প্রতিচ্ছবি রয়েছে। গত ৯ বছরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের বিষয়ে মন্তব্য করার পাশাপাশি কংগ্রেসের ব্যাপক সমালোচনা করেছেন তিনি।

বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার সভাকে কেন্দ্র করে এক্ষেত্রে সরব হয়ে ওঠেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা। এই সংক্রান্তে এক টুইট করে তিনি বলেন নির্বাচন ইস্তাহার তথা ভিজন ডকুমেন্টে প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থ বিজেপির প্রতি সাধারণ মানুষের সমর্থন ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। এক্ষেত্রে একটি ভিডিও শেয়ার করে তিনি বলেন ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় সভাপতির সভা থেকে এভাবে সাধারণ জনতা নিজের আসন ত্যাগ করে চলে যেতে দেখা গেছে। একইভাবে টুইট করে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি বলেছে হিমাচল, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ এবং বিহারের পর এবার অসমও বিজেপিকে নাকচ করেছে। মূলত বিজেপির মিথ্যার উপর রাজনীতি জুমলাবাজি, ধর্মীয় মেরুকরণ ঘৃণার রাজনীতি এবং আর্থিক দুর্নীতির ফলে সাধারণ মানুষ দলটিকে বর্তমান গ্রহণ করতে অস্বীকার করছেন। এক্ষেত্রে বিজেপির সভাপতি সভার ছবি প্রকাশ করে ছবিতে উল্লেখ করা খালি আসন গুলো এরই প্রমাণ দিচ্ছে বলে কংগ্রেস মন্তব্য করেছে।

অন্যদিকে একইভাবে এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন বিধানসভায় দলীয় নেতা দেবব্রত শইকীয়া এবং উপদলপতি তথা প্রাক্তন মন্ত্রী রকিবুল হোসেন। সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে দেবব্রত শইকীয়া বলেন বন্যার ফলে বর্তমান অসমের বিভিন্ন এলাকায় সৃষ্টি হওয়া সমস্যা গুলোর ক্ষেত্রে সরকার অগ্রিমভাবে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। রাজ্যের লোকসভা এবং বিধানসভা কেন্দ্রের সীমানা পুনর্গঠন নিয়ে, অসমকে দেশের পাঁচটি রাজ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর বারংবার ঘোষণা সংক্রান্তে যে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে সেক্ষেত্রে রাজ্যবাসী সজাগ হয়েছে। বর্তমান অসম সারা দেশের রাজ্যের তালিকায় নিচের দিক থেকে তিন নম্বরের রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। একইভাবে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা অসমে এসে যে ভুয়া স্বপ্ন সাধারণ মানুষকে দেখিয়ে গেছেন এর ফলেই সেই সভা বিফল হয়েছে বলে মন্তব্য করেন বিধানসভায় দলীয় নেতা দেবব্রত শইকীয়া। অন্যদিকে উপদলপতি তথা প্রাক্তন মন্ত্রী রকিবুল হোসেন বলেন বিজিবির প্রতি রাজ্যবাসীর বর্তমান মহভঙ্গ হয়েছে। সেটার প্রমাণ বিজেপির সভাপতির সভায় পাওয়া গেছে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

কংগ্রেসের এই অভিযোগের পাল্টা জবাব দিতে অবশেষে এগিয়ে এসেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা। তিনি অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরাকে ট্যাগ করে টুইটের মাধ্যমে বলেছেন এই ধরনের ভুয়া সামাজিক মাধ্যমের সম্পাদকদের উপর নির্ভর করলে অবশেষে নিজের প্রকৃত মিথ্যাচার স্বাভাবিক ভাবে পরবর্তীকাল প্রকাশ পেয়ে যায়। এক্ষেত্রে সভাপতি জেপি নাড্ডার সভার কয়েকটি ছবি প্রকাশ করে তিনি বলেন এভাবে হাজার হাজার সাধারণ জনতা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ফলে পরবর্তীকাল বিজেপির সভায় অংশগ্রহণ করার জন্য কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরাকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে তিনি বলেন একবার বিজেপির জনসম্পর্ক অভিযানে অংশ নিলে প্রকৃত ছবি তিনি স্বয়ং দেখতে পারবেন বলে মন্তব্য করেন মন্ত্রী পিযূষ হাজরিকা। অন্যদিকে কংগ্রেসের টুইটকে ট্যাগ করে তিনি বলেন এনআইডেল মাইন্ড ইজ দা ডেভিলস ওয়ার্কশপ। সাধারণ রাজ্যবাসী থেকে সমর্থন হারানোর পর এবার কংগ্রেস এই ধরনের নিচু স্তরের সামাজিক মাধ্যমে ট্রিক ব্যবহার করছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন পিযূষ হাজরিকা। শিবসাগর জেলার বিজেপি সভাপতি বলেন প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য ২০ থেকে ২২ হাজার ব্যক্তির সমাগমের আশা করা হচ্ছিল। কিন্তু সেই সভায় ৩০ থেকে ৩২ হাজার ব্যক্তি শামিল হয়েছিলেন বলে উল্লেখ করেন তিনি।

পুরীধাম থেকে পার্থো চক্রবর্ত্তী

গান্ধীআশ্রম। জামশেদপুর থেকে পার্থো চক্রবর্ত্তী

মোদীর যুক্তরাষ্ট্র সফর ঃ বাংলাদেশ নেই তবু 'আছে'

ঢাকা ঃ নরেন্দ্র মোদী যুক্তরাষ্ট্র সফরে যাচ্ছেন বুধবার। বৃহস্পতিবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে তার বৈঠক। এ বৈঠকে বাংলাদেশও গুরুত্ব পেতে পারে এমন পূর্বানুমান কোনো কোনো ভারতীয় গণমাধ্যমের। এ সফর নিয়ে ভারতের কোনো কোনো সংবাদমাধ্যম বাংলাদেশকে নিয়েও 'ধারণামূলক' প্রতিবেদন করেছে। কোথাও নিশ্চিত কোনো তথ্য নেই। নিশ্চিত তথ্যের মধ্যে একটিই আর তা হলো, মোদীর সম্মানে দেয়া জো বাইডেনের নৈশভোজ এবং সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মুহাম্মদ ইমরানের আমন্ত্রণ পাওয়া। ভারত থেকে বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দিল্লিতে কূটনৈতিক সূত্রগুলো আভাস দিয়েছে, বাংলাদেশে 'সুষ্ঠু গণতন্ত্রের স্বার্থে' অ্যামেরিকা সম্প্রতি যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে সেগুলোর ব্যাপারে দিল্লি তাদের মনোভাব অবশ্যই ওয়াশিংটনের কাছে তুলে ধরবে। তবে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মোমেন মোদী-বাইডেন বৈঠক নিয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, ভারত অত্যন্ত পরিপক্ক গণতান্ত্রিক একটি দেশ। ভারতের নেতৃত্বও অত্যন্ত পরিপক্ক ও সমৃদ্ধ। বৈঠকে যা ভালো মনে করবেন, তা নিয়েই তারা (মোদী-বাইডেন) আলাপ করবেন। ওখানে আমার (বাংলাদেশের) ওকালতি করার প্রয়োজন নেই। তিনি বরং জানতে চান,ওইসব দেশের বৈঠকে কে কী নিয়ে আলাপ করবে তা নিয়ে এত দুশ্চিন্তা কেন? সাবেক রাষ্ট্রদূত এবং কূটনীতিক মেজর জেনারেল (অব.) শহীদুল হক মনে করেন মোদী-বাইডেনের আসন্ন এ বৈঠকে বাংলাদেশের গুরুত্ব পাওয়ার কথা নয়। তিনি বলেন, ভারতের কাছে এখন প্রচুর অর্থ আছে। তারা উদীয়মান অর্থনীতি। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এখন অর্থের প্রয়োজন। তাই তারা এখন ভারতের কাছে সামরিক সরঞ্জাম বিক্রি করতে চায়। ভাররতের জন্য চীন

একটা ভয়ের ইস্যু। এটাকে কাজে লাগিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ব্যবসাটা করতে চায়। রাশিয়া থেকে যেসব সামরিক সরঞ্জাম ভারত কিনতো আমেরিকা চায় এখন ভারত সেটা তাদের কাছ থেকে কিনুক। এর মধ্যে এয়ারক্রাফট আছে, অস্ত্র আছে, ড্রোন আছে। এখানে ভারত টেকনোলজি ট্রান্সফার চায়। কিন্তু অ্যামেরিকা সেটা পুরোপুরি করবে না। তার মতে,মনে রাখতে হবে ভারত কিন্তু অ্যামেরিকার ইকুয়াল পার্টনার না। ভারতের মানবাধিকার, গণতন্ত্র নিয়েও বাইডেন প্রশাসনের প্রশ্ন আছে। এবারের সফরে হয়ত সেটা উঠবে না। কিন্তু এটাকে তারা বাদও দেবে না। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ মোদী বাইডেন আলোচনায় কেনো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হওয়ার কথা নয়। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম লিখলেই তো হবে না। তাদের কিন্তু কোনো অথেনটিক সোর্স নেই। তবে এই অঞ্চলের নিরাপত্তা ও রাজনীতি নিয়ে আলোচনায় বাংলাদেশ প্রসঙ্গ আসতে পারে। সেটা মোদী কতটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন তা কিন্তু স্পষ্ট নয়, মন্তব্য করেন এই কূটনীতিক। তবে তিনি মনে করেন, মোদীর সম্মানে দেয়া নৈশভোজে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের আমন্ত্রণ পাওয়া গুরুত্বপূর্ণ। এর ভিতরে হয়তো কিছু থাকতে পারে। তবে যাই থাকুক তা সাইডলাইনে বলেই আমার মনে হয়। যুক্তরাষ্ট্রে বাংদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত মো. হুমায়ুন কবির বলেন, অ্যামেরিকার সঙ্গে ভারতেরই সম্পর্কে অনেক সমস্য আছে, ইস্যু আছে । সেগুলোই গুরুত্ব পাওয়ার কথা। তাদের বৈঠক হবে কৌশলগত এবং অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে। সেখানে বাংলাদেশের নির্বাচন বা গণতন্ত্র নিয়ে মোদী কী বলবেন? যা চলছে, তা চলতে দিতে বলবেন? এটা কি সম্ভব? হয়তো ভারত চায়, কিন্তু বলা সম্ভব নয়। হয়ত বাংলাদেশ চায় মোদী কিছু বলুক, কিন্তু সেটা কি সম্মানজনক? তার কথা, বাংলাদেশ যাতে চীন রাশিয়ার দিকে না ঝুঁকে পড়ে এই যে একটি কথা তৈরি করা হয়েছে, এটার জন্য ভারতের দরকার নেই। এই কূটনীতি অ্যামেরিকা নিজেই করতে পারে। বাংলাদেশও তার অবস্থান নিয়ে কথা বলতে পারে। এজন্য তৃতীয় দেশের ভূমিকা রাখার কোনো প্রেক্ষাপট তৈরি হয়নি। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশ্লেষক অধ্যাপক ড. ইমতিয়াজ আহমেদ বলেন, অ্যামেরিকার সঙ্গে ভারতের এমনিতেই সম্পর্কের একটি টানাপোড়েন আছে ইউক্রেন ও রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধের কারণে। তারপর ব্রিকস সম্মেলন নিয়ে অ্যামেরিকা অস্বস্তির মধ্যে আছে। কারণ, ওটা আরো শক্তিশালী হয়ে আসছে। সেই প্রেক্ষাপটে হয়তো বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে কথার মধ্যে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ আসতে পারে। তবে আলাদা করে আসার মতো কিছু দেখছি না। তার কথা, ভারতের সংবাদমাধ্যম, কূটনীতিক, সরকারি কর্মকর্তা তাদের সবার মধ্যে একটা বিষয় আছে যে তারা বিগ পাওয়ার। তারা বাংলাদেশকে অনেক কিছু পাইয়ে দিচ্ছে বা দিতে পারে। তাই তারা নানা কথা বলে। একজন বলে হাসিনার পাশে এবার থাকবে না ভারত, আবার আরেকজন বলে বাংলাদেশের জন্য কাজ করবে ভারত। ভারতের এমন কোন সক্ষমতা আছে যে তারা চাইলে অ্যামেরিকাকে বলে বাংলাদেশের বা বর্তমান সরকারের ব্যাপারে তাদের পলিসির পরিবর্তন ঘটাতে পারে? সাবেক পররাষ্ট্র সচিব মো. তৌহিদ হোসেন মনে করেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চাচ্ছে যে বাংলাদেশে ঠিকমতো ভোট হোক। ভোটে যাতে কোনো কারচুপি না হয়। ভারত কী চাচ্ছে? ভারত চাচ্ছে এখানে আওয়ামী লীগ সরকার কন্টিনিউ করুক। কারণ, ভারতের জন্য আওয়ামী লীগ সুবিধাজনক। চীনের ব্যাপারে দুই দেশের স্বার্থের সমতা আছে। চীন এই অঞ্চলে যাতে আধিপত্য বিস্তার না করতে পারে এটা দুই পক্ষই চায়। চীনের ব্যাপারে তাদের স্বার্থের ঐক্যমত আছে , বাংলাদেশ সরকারের ব্যাপারে নেই। সুষ্ঠু নির্বাচন হলে তো সরকার পরিবর্তন হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র এ ব্যাপারে সিরিয়াস। কারণ, এরই মধ্যে তারা বেশ কিছু ব্যবস্থা নিয়েছে। এখন যখন দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হবে, তখন মতপার্থক্যের বিষয় নিয়েও কথা হবে। তাই বাংলাদেশ প্রসঙ্গও আসতে পারে। তার বিবেচনায় এর কিছু লক্ষণও দেখা যাচ্ছে। তিনি বলেন, ভারতের ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার দোভাল (অজিত দোভাল) বলেছেন, তারা আশা করে যুক্তরাষ্ট্র এমন কিছু করবে না যাতে তাদের (ভারতের) নিরাপত্তার সংকট হয়। বাংলাদেশ ও মালদ্বীপ প্রসঙ্গে এটা তিনি বলেছেন। এখন নিরাপত্তা ইস্যু নিয়ে তো কথা হবে। ফলে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে কথা হবে। তার কথা, বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতকে মোদীর সম্মানে দেয়া নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানানোর বিষয়টি দক্ষিণ এশিয়ার কারণে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত হয়তো সেখানকার পরিস্থিতির কারণে পাননি। এটা দিয়ে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ কিনা তা বোঝা যায় না। তিনি বলেন, আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কী বললেন তাতে কিছু আসে যায় না। তিনি বলতেই পারেন, আমাদের ওকালতি করতে হবে না, কিন্তু ভারতের মাধ্যমে এক ধরনের পারস্যুয়েশন তো আমরা দেখতে পাই।

সম্পাদকীয়

টাইটানিক দেখতে যাওয়া পর্যটক নিয়ে আটলান্টিকে নিখোঁজ ডুবোজাহাজ

আটলান্টিক মহাসাগরে টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষ দেখতে আগ্রহী পর্যটকদের নিয়ে একটি সাবমেরিন বা ডুবোজাহাজ নিখোঁজ হয়ে গেছে। সেটির সন্ধানে এখন ব্যাপক উদ্ধার তৎপরতা শুরু হয়েছে। সাবমেরিনটিতে পাঁচজন পর্যটক ছিলেন আর ৭০ ঘণ্টা চলার মত অক্সিজেন মজুদ আছে। যুক্তরাষ্ট্রের কোস্ট গার্ড জানিয়েছে, রবিবার সাগরে ডুব দেয়ার এক ঘণ্টা ৪৫ মিনিট পরে ছোট আকারের ওই ডুবোজাহাজটির সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। জলের নীচে যাওয়ার সময় ডুবোজাহাজটিতে সাধারণত চারদিন চলার মতো জরুরি অক্সিজেন থাকে। এই ট্যুরের আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠান ওশেনগেট জানিয়েছে, সাবমেরিনে থাকা পাঁচ পর্যটককে উদ্ধার করতে সবগুলো বিকল্প যাচাই করে দেখা হচ্ছে। হারিয়ে যাওয়া ডুবোজাহাজটির নাম 'টাইটান সাবমার্সিবল'। এই সাবমেরিনে পাঁচজন ব্যক্তি উঠতে পারেন। সরকারি সংস্থা, যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডার নৌবাহিনী এবং গভীর সাগরে কাজ করে, এমন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো উদ্ধার অভিযানে সহায়তা করছে বলে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। মধ্য আটলান্টিক মহাসাগরের তিন হাজার ৮০০ মিটার বা সাড়ে ১২ হাজার ফুট গভীরে আটলান্টিকের ধ্বংসাবশেষ

দেখতে আটদিনের এই ভ্রমণের জন্য আড়াই লাখ ডলার খরচ করতে হয়। যুক্তরাষ্ট্র কোস্ট গার্ডের রিয়ার অ্যাডমিরাল জন মাউগের এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, পর্যটকদের জীবিত খুঁজে বের করতে হলে তাদের হাতে ২৬ ঘণ্টার মতো সময় রয়েছে। তিনি বলেছেন, দুটি বিমান, একটি সাবমেরিন এবং সনার যন্ত্র নিয়ে সাবমেরিনটি খোঁজা হচ্ছে। কিন্তু যে এলাকায় অভিযানটি পরিচালিত হচ্ছে, সেটি খুবই প্রত্যন্ত একটি এলাকা বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, উদ্ধারকারীরা এই অভিযানকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নিয়েছেন এবং নিখোঁজ পর্যটকদের 'নিরাপদে বাড়ি' ফিরিয়ে আনতে সাধ্যের মধ্যে থাকা সবকিছুই করা হচ্ছে। তিনি জানিয়েছেন, দুইভাবে উদ্ধার অভিযান চালানো হচ্ছে। সাবমেরিনটি হয়তো কোথাও ভেসে উঠতে পারে, কিন্তু তাদের যোগাযোগ যন্ত্র নষ্ট হয়ে গেছে। সেজন্য বিমান দিয়ে সাগরের ওপরে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। সেই সঙ্গে সনার যন্ত্র ব্যবহার করে জলের নীচেও তল্লাশি করা হচ্ছে। কোস্ট গার্ডের জন মাউগের বলেছেন, ডুবোজাহাজটি জলের নীচে পাওয়া গেলে সেটিকে উদ্ধার করার জন্য নৌবাহিনীসহ তাদের আরও সহায়তা দরকার হবে। পোলার প্রিন্স নামের একটি জাহাজে বহন করে সাবমার্সিবল বা ছোট ডুবোজাহাজটিকে টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর সেটি যাত্রীদের নিয়ে সাগরের গভীরে যায়। ডুবোজাহাজটি জলের নীচে যাওয়ার পৌনে দুই ঘণ্টা পরেই পোলার প্রিন্সের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। নিখোঁজ সাবমেরিনে থাকা যাত্রীদের মধ্যে রয়েছেন ৫৮ বছর বয়সী ব্রিটিশ ধনকুবের ব্যবসায়ী এবং অভিযাত্রী হ্যামিশ হার্ডিং, পাকিস্তানি ব্যবসায়ী শাহজাদা দাউদ এবং তার ছেলে সুলেমান। ফরাসি অভিযাত্রী পল হেনরি নার্গেওলে এবং ওশেনগেটের প্রধান নির্বাহী স্টকটন রাশও ডুবোযানটিতে ছিলেন বলে জানা যাচ্ছে। এ সপ্তাহেই সামাজিক মাধ্যমে দেয়া একটি পোস্টে মি. হার্ডিং জানিয়েছিলেন যে, অবশেষে তিনি টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষ দেখতে যাচ্ছেন। সেই সঙ্গে তিনি এও জানিয়েছিলেন, গত ৪০ বছরের মধ্যে নিউফাউন্ডল্যান্ডে চরম শীতের কারণে হয়তো টাইটানিকের ভগ্নাবশেষের কাছে এটাই এই বছরের প্রথম এবং একমাত্র মনুষ্যবাহী অভিযান হতে যাচ্ছে। তিনি আরেকটি পোস্টে লিখেছিলেন, চরম আবহাওয়ার মাঝখানে একটা সুযোগ পাওয়া গেছে এবং আমরা আগামীকাল সাগরে ডুব দিতে পারি। যেসব সরকারি সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠান এই উদ্ধার অভিযানে সহায়তা করছে, তাদের ধন্যবাদ জানিয়েছে ওশেনগেট। প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, এই বছরে একটি অভিযান চলছে আর সামনের বছর আরও দুটি অভিযান হওয়ার কথা রয়েছে। এ ধরনের ছোট আকারের সাবমার্সিবল বা ডুবোজাহাজে সাধারণত একজন চালক এবং তিনজন যাত্রী থাকে। আরেকজন থাকে 'কনটেন্ট এক্সপার্ট' যিনি সাগরের নীচের সবকিছু পর্যটকদের কাছে ব্যাখ্যা করেন। কানাডার নিউফাউন্ডল্যান্ডের সেন্ট জনস থেকে এই ডুবোজাহাজটি যাত্রা শুরু করেছিল। সাধারণত সাগরের তলদেশে ধ্বংসাবশেষের কাছে গিয়ে আবার ফিরে আসতে আট ঘণ্টার মতো সময় লাগে। ওশেনগেটের তিনটা সাবমার্সিবল থাকলেও টাইটানিকের কাছে যাওয়ার সক্ষমতা রয়েছে শুধুমাত্র টাইটানের।

জানা অজানা

যোগ থেকে রোগ মুক্ত হওয়া যায়

সুনীল কুমার দে

যোগ মানে যুক্ত হওয়া।কার সাথে যুক্ত হবো, শরীরের সাথে ও মনের সাথে।ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেব বলেছেন,,মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ।আমাদের সনাতন হিন্দু ধর্মে ভগবান কে লাভ করার জন্য মুখ্যত চারটি পথ বলা হয়েছে যথা,,জ্ঞান যোগ,ভক্তি যোগ,কর্ম যোগ ও রাজ যোগ।ভগবান কে লাভ করার জন্য সাধন ভজন ও তপস্যা দরকার।আমরা তপস্যা কখন করতে পারবো,যখন আমাদের শরীর সুস্থ থাকবে।শরীর কে সুস্হ রাখার জন্য যোগ,ব্যায়াম,খেলাধুলা দরকার।ছেলে মেয়েদের জন্য খেলা ধুলা ঠিক আছে কিন্তু বয়স্ক লোক তো আর খেলা ধুলা করতে পারবে না কিন্তু তারা যোগ করতে পারবে।রাজ যোগ থেকে যোগ শব্দ এসেছে।যোগ কোনো নুতন জিনিষ নয়,যোগ বহু প্রাচীন যা গুপ্ত ছিলো।ইদানিং রামদেব বাবা এর প্রচার প্রসার করেন ও যোগের উপকারিতা সম্মন্ধে মানুষ কে নিজে করে দেখান।যোগ কোনো ধার্মিক প্রক্রিয়া নয়,যোগ একপ্রকারে বিজ্ঞান।এই যোগের দ্বারা আমরা রোগ মুক্ত হতে পারি।শরীর কে সুস্থ, সবল ও সতেজ রাখতে পারি।তবে এর জন্য গুরু দরকার।যোগ গুরুর কাছে ক্রিয়া ও প্রসেস জানতে হবে তবেই এর উপকারিতা পাওয়া যাবে।আজ চিকিৎস্যা জগতেও এই যোগ কে মান্যতা দিচ্ছে ফলে ২১জুন কে অন্তরাষ্ট্রীয় যোগ দিবস রূপে সারা বিশ্ব মান্যতা দিয়েছে ও পালন করছে।আসুন সবাই নিয়মিত যোগ করুন ও রোগ মুক্ত হউন।

দারু ব্রহ্ম জগন্নাথ

সুনীল কুমার দে
প্রাবন্ধিক

সত্যযুগে এই ধরাধামে মালব' নামক একটি রাজ্য ছিল।রাজ্যটির মহারাজা ছিলেন ইন্দ্রদ্যুম্ন এবং তাঁর মহারানী ছিলেন গুণ্ডিচা দেবী। তাঁরা উভয়েই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীশ্রী মহাবিষ্ণুর একনিষ্ঠ পরম ভক্ত ছিলেন। আর এই মালব নামক রাজ্যের রাজধানীর নামটি ছিল অবন্তী নগরী। অবন্তী নগরীর রাজা ইন্দ্রদুম্ন ছিলেন পরমেশ্বর ভগবান প্রজাপতি ব্রহ্মার বংশজাত। এই কারণেই কিন্তু তিনি ভগবান শ্রীশ্রী মহাবিষ্ণুর পরম ভক্ত ছিলেন। আসলে সে জন্যই সকল প্রকার সদ্গুণ কিন্তু তাঁর বিকশিত হয়ে ছিল। আর এই মালব রাজ্যের মহারাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন ও মহারানী গুণ্ডিচা দেবীর ধর্ম বলেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীশ্রী মহাবিষ্ণু দারু ব্রহ্ম রূপে আমাদের এই ধরাধামে স্বয়ং অবতীর্ন হয়েছিলেন।

.একদিন প্রতি দিনের ন্যায় দেবপূজা ও সন্ধ্যা আহ্নিক সমাপন করার পর মহারাজ ইন্দ্রদুম্ন তাঁর দেব মন্দিরের শ্রীবিগ্রহের নিত্য সেবাপুজা কারী ঠাকুর মহাশয়কে তাঁর সন্মুখে এনে বিনয়ের সাথে অনুরোধ করে বল লেন,,,

ওহে পুরহিত ঠাকুর মহাশয়! আপনি অনুগ্রহ করে এই ধরণীতে সেই মহাতীর্থের সন্ধান করুন? যেখানে গিয়ে আমি আমার পরম ব্রহ্মকে একে বারে সরাসরি মুখোমুখি দর্শন করতে পারবো।'' অবশেষে মহারাজা ইন্দ্রদুম্নের ইচ্ছানুসারে পুরোহিত ঠাকুর মহাশয় উপস্থিত সকল তীর্থ যাত্রী মহোদয় ও মহোদয়া গণকে উক্ত রাজ প্রাসাদে সমবেত হতে বললেন। অতঃপর তিনি সভায় উপস্থিত বিভিন্ন স্থান থেকে আগত সকল তীর্থ যাত্রী গণকে করজোড়ে জিজ্ঞাসা করলেন - অদ্যকার ধর্ম সভায় সমাগত উপস্থিত সকল তীর্থ যাত্রী মহোদয় গণ! আপনাদের মধ্যে এমন কেহ কি এখানে রয়েছেন? যিনি পৃথিবীর মধ্যে এমন কোনো তীর্থ স্থানের কথা জানেন! যেখানে স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে আমাদের মহারাজ একে বারে স্বয়ং শ্রীভগবানকে তাঁর স্ব চক্ষে দর্শন করতে পারবেন?

তখন সমাগত তীর্থ যাত্রীগণের মধ্যে একজন তীর্থযাত্রী সাগ্রহে উত্তর দিলেন, পরমেশ্বর শ্রীশ্রী ভগবানের কৃপায় আমি এই গ্রহে প্রকটিত প্রত্যেক তীর্থ পরিদর্শন করেছি। আপনার প্রিয় রাজা মহাশয় কোথায়? তিনি তাঁর নিজ নয়নে শ্রীশ্রী ভগবানের অনুপম রূপামৃত কিভাবে পান করতে অবশ্যই পারবেন ! আমি কিন্তু তার সকল তথ্যই বলতে পারবো। এ কথা বলার পর মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নকে তিনি বলতে লাগলেন - ভারতবর্ষে উড্রদেশ (উড়িষ্যা) নামক একটি প্রদেশ আছে। এই প্রদেশে দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে বিরাজিত রয়েছে পুরুষোত্তম ক্ষেত্র। ঐ ক্ষেত্রের একাংশে চতুর্দিকে ঘন অরণ্যানী পরিবেষ্টিত মহিমাময় পর্বত নীলগিরি বিদ্যমান। ঐ পর্বতের শিখরে একটি সুবিশাল বটবৃক্ষ বিদ্যমান রয়েছে, যা সকলের নিকটই কল্পবট নামে পরিচিত। আর এই মহীরুহের পশ্চিম দিকে রয়েছে রোহিণীকুণ্ড নামে একটি সুন্দর পুষ্করিনি।ঐ পুকুরে রয়েছে দিব্য স্নানের জন্য সকল অমৃতবারি

যা শ্রীভগবানের কৃপা বারিরূপে ঐ পুষ্করিণীকে পূর্ণ করেছে, এর নাম রোহিণী কুণ্ড। আর এই রোহিণী কুণ্ডের জল মোক্ষ পদ, যে কোনো ব্যক্তি একবার ঐ রোহিণী কুণ্ডের দিব্য জল স্পর্শ করলে তৎক্ষণাৎ তিনি মুক্তি লাভ করবেন তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এই ভাবে ঐ তীর্থ যাত্রী রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে নীলগিরি পর্বতের মহিমা বর্ণনা করে চললেন। ঐ কুণ্ডের পূর্ব তটেই কিন্তু পরমপুরুষ শ্রীশ্রী বাসুদেব এর একটি অপূর্ব বিগ্রহ রূপ বিরাজিত রয়েছে। আসলে কিন্তু অতিরম্য দর্শন এই শ্রীবিগ্রহ জ্যোতির্ময় ইন্দ্রনীল মণির দ্বারা নির্মিত। যে ব্যক্তি এই রোহিণী কুণ্ডের দিব্য বারিতে অন্তত একবার অবগাহন করতে পারবে সেই ঐ কুণ্ড তটে বিরাজিত শ্রীবিগ্রহকে দর্শন করতে পারবেন! তিনি ইহ জগতের সকল জড় বন্ধন থেকে তৎক্ষণাৎ মুক্তি লাভ করবেন।

এই শ্রীবিগ্রহের পশ্চিম ভাগে বিরাজিত রয়েছে 'সবর দীপক' নামক আশ্রম। সেখান থেকে একটি পথ চলে গিয়েছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীশ্রীবিষ্ণুর একটি মন্দিরের দিকে । সেই মন্দিরে শঙ্খ ও চক্রধারী শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব বিরাজিত রয়েছেন। শ্রীভগবান ও তাঁর আবাস স্থানের বর্ণনা করার সময় তীর্থ যাত্রীটির নয়ন দ্বয় অশ্রুপূর্ন হয়ে ওঠে এবং তাঁর সমস্ত শরীরে মধ্যে দিব্য ভাব প্রকটিত হতে থাকে এবং তিনি জগন্নাথ দেবের রূপ দর্ষণ করেন। অতঃপর মহারাজ ইন্দ্রদুম্নের সন্মুখে এসে তীর্থ যাত্রীটি মহারাজকে নীলাচলে তাঁর নিবাস স্থলে গিয়ে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবকে নিজের স্বচক্ষে দর্শন করার জন্য অনুরোধ জানান। তিনি বলেন -

হে মহারাজ, আপনি ভগবান শ্রীশ্রী মহাবিষ্ণুর একজন পরম ভক্ত। আমি জানি আপনি নিরন্তর প্রীতি ও ভক্তি সহকারে তাঁর সেবায় সর্বদা নিয়োজিত রয়েছেন। এই

কারণে আমি আপনার নিকট এসেছি। আমি আপনার কাছে কোনো প্রকার ধন সম্পদের কৃপা প্রার্থী হয়ে কিন্তু আসিনি! আমি কেবল মাত্র আপনাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে লক্ষীপতি শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবের আরাধনা করার নিমিত্তে অনুরোধ জানাতেই এসেছি। যিনি কেবল এই পুরুষোত্তম ধামেই বিরাজ করছেন।

এ সকল কথা বলা শেষ হওয়ার পর থেকেই তীর্থ যাত্রী অন্তর্হিত হলেন। এমন একটি দিব্যস্থান এই পৃথিবীতে রয়েছে, সেই সংবাদ শ্রবণ করে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন এবং তাঁর প্রিয়তমা পত্নী মহারানী গুণ্ডিচা দেবী একেবারেই বিস্মিত হয়ে গেলেন। সমাগত পরম শ্রদ্ধেয় এই তীর্থ যাত্রীর কাছ থেকে তিনি যে সমস্ত তথ্য শ্রবণ করেছেন! তা দ্বারাই স্ব প্রণোদিত হয়ে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন বললেন

আমরা সকলেই আজ মহাসম্ভ্রম সহকারে একেবারেই অপরিচিত একজন পরম শ্রদ্ধেয় সাধক পুরুষ মহাশয় এর শ্রীমুখে শ্রীশ্রী ভগবানের এই ধরাধামে স্বয়ং উপস্থিত থাকার রহস্যময় বিবরণ শ্রবণ করলাম। পরম পুরুষের অনুগ্রহে আমি ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রি বর্গ কিন্তু প্রাপ্ত হয়েছি। এখন চতুর্থ পুরুষার্থ (মোক্ষ) লাভ করার জন্য এখন পুরোহিত ঠাকুর মহাশয় আপনি নিজে আমাকে সর্বাত্মক ভাবে সহায়তা করুন।

তখন পুরোহিত ঠাকুর মহাশয় মৃদুস্বরে রাজা ইন্দ্রদুম্নকে বললেন - হ্যাঁ, পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমন করে সেখানে বাস করার অভিপ্রায়টি আপনার একেবারেই অতি উত্তম প্রস্তাব। অতঃপর পুরোহিত ঠাকুর মহাশয় হঠাৎ চিন্তাযুক্ত হয়ে কয়েক মুহূর্ত সেখানে দাঁড়িয়ে থাকলেন। অবশেষে তিনি রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে বললেন ওহে রাজেন্দ্র! আপনার এই মনোগত অভিলাষ পূর্ণ করার নিমিত্তে আমি সর্বপ্রথম আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিদ্যাপতিকে নীলাচলের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করবো। সে সেখানে গিয়ে আপনার এবং আমার সহগামী সকল অনুচর পরিষদ বর্গের জন্য শিবির তৈরি করার জন্য একটি উপযুক্তস্থান নির্ধারণ করতে পারবে। তাই আপনি নীলাচল ধামে গমনে ভ্রাতা বিদ্যাপতিকে এখন অনুমতি দিন। যাতে করে সে সেখান থেকে অতি দ্রুত সময়ের মধ্যে আমাদের শুভ সংবাদ নিয়ে আসতে পারে।

মহারজ ইন্দ্রদুম্ন তখন তাঁর পুরোহিত ঠাকুর মহাশয় এর প্রস্তাবে সম্মত হলেন। আর তিনি বিদ্যাপতি ব্রাহ্মণকে সর্বময় দায়িত্ব দিলেন প্রভু নীল মাধবকে তাঁর রাজ্যে এনে সাকার রূপে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। বিদ্যাপতি নীলাচলে প্রস্হান করার পূর্বে মহারাজ ইন্দ্রদুম্নের নিকট এই মর্মে প্রতিজ্ঞা করলেন যে মহারাজ! আমি আজ থেকে এক বৎসর সময় কালের মধ্যেই আপনাকে যদি, আপনার প্রাণের ঠাকুর নীলমাধব এর সন্ধান দিতে না পারি তাহলে আপনি আমার মরা মুখ দেখতে পাবেন। এই বিদ্যাপতি ব্রাহ্মণই কিন্তু নীলাচলে গিয়ে নীলমাধবের পূজারী সবররাজ বিশ্ববসুর কন্যা ললিতাকে বিয়ে করে ছিলেন। সেই সুবাদে নীলমাধবকে স্বচক্ষে দর্শন করার সে।ভাগ্যও অর্জন করে ছিলেন। যার ফল শ্রুতিতে পরবর্তী কালে অনেক চড়াই উত্রাই পার করে অবশেষে রাজা ইন্দ্রদুম্ন এবং তাঁর প্রাণাধিকা পত্নী মহারানী গুণ্ডিচা দেবী জগন্নাথ দেবকে সাকার শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়ে ছিলেন শ্রীধাম নামে খ্যাত এই পুরী ধাম।কথিত ছিলো যে যেই দারু ব্রহ্ম থেকে জগন্নাথ দেবের শ্রীবিগ্রহ প্রস্তুত করা হয়ে ছিল সেই দারু ব্রহ্মটি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাভী কমল থেকেই কিন্তু উৎপত্তি হয়ে ছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দেহাবসানের পর সারা পৃথিবী যখন মহাচিন্তায় পরে গেলেন তখন একমাত্র অর্জ্জুনই কিন্তু সেই পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দেহে অগ্নি সংযোগ করে ছিলেন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত শরীর পুড়ে ভস্মিভুত হলো। কেবল শ্রীভগবানের নাভী কমলটি অক্ষত রয়ে গেল। পরে সেই নাভী কমল অর্জ্জুন যমুনা নদীতে বিসর্জন দিলেন। পরবর্তী সময়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেই নাভী কমলই কিন্তু দারু ব্রহ্ম রূপে রাজা ইন্দ্রদুম্নকে দর্শন দিলেন। রাজা ইন্দ্রদুম্ন প্রভুর কাছ থেকে স্বপ্নাদেশ পেয়ে বহু অশ্বারোহী, গজারোহী ও পদাতিক সৈন্যে দিয়ে শতচেষ্টা করেও কিন্তু যমুনা নদী থেকে দারু রূপি পরম ব্রহ্মকে কূলে তুলতে সক্ষম হতে পারেন নি।

অতপর প্রভুর সাকার দর্শনে ব্যাকুল রাজা ইন্দ্রদুম্নকে প্রভু জগন্নাথ তাঁকে কূলে তুলে আনার সহজ ব্যবস্হা দেখিয়ে দিলেন! প্রভুর সেই আদেশ অনুযায়ী মহারাজ ইন্দ্রদুম্ন নিজে বিদ্যাপতি ব্রাহ্মণ ও সবররাজ বিশ্ববসু এই তিন জনে একত্রে মাথায় করে এই মহাদারুকে যমুনা নদী থেকে তুলে এনে , কারিগর অনন্ত মহারানাকে দিয়ে জগতের নাথ শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবের শ্রী বিগ্রহ গড়ালেন।

যে দেউলের ভিতরে দরজা তালা বন্ধ রেখে মূর্তি গড়ার জন্য কারিগর কাছ থেকে ২১ দিন সময় চেয়ে ছিলেন, ঐ দেউলের রুদ্ধদ্বার রাজা তাঁর পত্নীর বুদ্ধিতে ১৭ (সতের) দিন পরেই খুলে দিয়ে ছিলেন।সেই কারণেই কিন্তু প্রভু শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেব এর মুর্তি শেষ পর্যন্ত একেবারেই অসম্পূর্ণ থেকে গেল।

প্রজাপতি ব্রহ্মাকে পুরীর জগন্নাথ মন্দির প্রতিষ্ঠা করার নিমিত্তে নিজেই নিমন্ত্রণ করতে, রাজা ইন্দ্রদুম্ন নারদ মুনিকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর স্বীয় ধর্মবলে স্বশরীরে স্বর্গ ধামে গিয়ে ছিলেন। তাই পুরী ধামের এই জগন্নাথ দেব এর মন্দির প্রতিষ্ঠা এবং ধ্বজা উড়িয়ে ছিলেন কিন্তু স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মা । আজ পর্যন্ত আমরাও শ্রীমন মহাপ্রভুর ঐ অসম্পূর্ণ মুর্তিতেই পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহ পূজা করে আসছি। প্রভু শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবের আদেশে সবর রাজ বিশ্ববসুর কন্যা ললিতার গর্ভজাত ও তাঁর স্বামী বিদ্যাপতি ব্রাহ্মণের ঔরষ জাত সন্তানেরা বংশ পরম্পরায় পেলেন প্রভু শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবের সেবা ও পূজা করার সর্বময় দায়িত্ব। আর প্রভু জগন্নাথ দেবের আদেশে তাঁদের সন্তান গণের পদবী হলো 'পাণ্ডা'।

প্রকৃত সত্য কথাটি হলো ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা কিন্তু কেবলমাত্র জগন্নাথ দেবের মূর্তিতেই পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করে ছিলেন। অথচ পরবর্তী কালে ভক্ত গণ শ্রীকৃষ্ণ এবং জগন্নাথ দেব একই সত্ত্বা চিন্তা করে একই তার পাশে ভাই বলরাম ও অতি আদরের বোন সুভদ্রার মূর্তি ওস্থাপন করেছেন। পুরীতে তিন রথের যাত্রা আরম্ভ করা হয়। তার মধ্যে প্রথমে থাকে বলরাম তার পর সুভদ্রা এবং শেষে থাকেন জগন্নাথ। কথিত আছে ১১৯৯ খ্রিস্টাব্দে রাজা অনঙ্গ ভীমদেব রথযাত্রার সময়ে এই তিন রথের রথযাত্রার প্রচলন করে ছিলেন। তার হাত ধরে চলে আসা সেই তিন রথের রথযাত্রার রীতি আজ পর্যন্তও বলবৎ রয়েছে। কত যুগ অবধি চলমান থাকবে তা অবশ্য সময়ই বলে দিবে।

সাময়িকী

আজ ২১ শে জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস

নির্মাল্য গাঙ্গুলী
কলামিস্ট

যোগ সারায় রোগ -এই প্রবাদটি বহু পুরোনো। আমাদের মুনিঋষিগণ নিয়মিত যোগাভ্যাসেরমাধ্যমে সুস্থ ভাবে দীর্ঘ জীবনযাপন করতেন। যোগব্যায়াম আমাদের মন এবং শরীরের পাশাপাশি আমাদের দেহকেও সুস্থ রাখে। আজকের ব্যস্ত জীবনে, শরীর সুস্থ ও শক্তিশালী রাখতে যোগব্যায়াম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যোগের গুরুত্ব কেবল আমদের দেশই নয়, গোটা বিশ্বজুড়েও আজ স্বীকৃত। সে কারণেই গোটা বিশ্ব ২১ শে জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসাবে পালন করে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিশেষ প্রচেষ্টায় আন্তর্জাতিক যোগ দিবস শুরু হয়েছিল। এই বছরের নবম আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের মূল ভাবনা হল 'বসুধৈব কুটুম্বকম'-এর জন্য যোগ। এবছর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদর দফতরে যোগ দিবসের বিশ্বব্যাপী উদযাপনের নেতৃত্ব দেবেন। তিনিই পরিচালনা করবেন আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের বিশেষ অনুষ্ঠান। জাতিসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতি কাসাবা করোসি ছাড়াও ২১ জুন উপস্থিত থাকছেন ১৯০টিরও বেশি দেশের কূটনৈতিক প্রতিনিধি, নিউইয়র্কের মেয়র ও বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। একইসঙ্গে আমেরিকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে শীর্ষস্তরের প্রবাসী ভারতীয়রাও ব্যায়ামে যোগ দেবেন। ভারতে এর নেতৃত্বের দায়িত্বে থাকবেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়। আজ ২১শে জুনজবলপুরে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়। সমাবেশে বক্তব্য রাখার পর তিনি সমবেত যোগ প্রদর্শনের নেতৃত্ব দেবেন। সেখানে শ্রী ধনখড়, তাঁর স্ত্রী ডঃ সুদেশ ধনখড়ের সঙ্গে গোয়ারি ঘাটে নর্মদা আরতিতে যোগ দেবেন তাঁরা।মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপাল মঙ্গুভাই প্যাটেল, মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহ্বান, কেন্দ্রীয় আয়ুষ এবং বন্দর, জাহাজ ও জলপথ মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনওয়াল সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন। যোগের ইতিহাস ,যোগব্যায়াম কেবল দেহের অঙ্গগুলিতেই নয়, মন, মস্তিষ্ক এবং আত্মায়ও ভারসাম্য তৈরি করতে পারে। এই কারণেই শারীরিক সমস্যা ছাড়াও যোগের মাধ্যমে মানসিক সমস্যাও কাটিয়ে উঠতে পারে। যোগের এই গুণটি জেনে, বিশ্ব এটি আমাদের জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ করেছে। এই বিশ্ব, যা সদ্য করোনা সংকটের সঙ্গে লড়াই করছে, অনাক্রম্যতার জন্য যোগের গুরুত্বও ভালভাবে বুঝতে পেরেছে। আন্তর্জাতিক যোগদিবস শুরু হওয়ার ইতিহাস–আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ২১ শে জুন ২০১৫ প্রথমবারপালন করা হয়েছিল, যা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দ্বারা ২৪ শে সেপ্টেম্বর ২০১৪তে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে উত্থাপিত প্রস্তাবের গৃহীত, স্বীকৃত রূপ। প্রধানমন্ত্রী মোদীর এই রেজুলেশন জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ১১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাস হয়েছিল। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ১৯৩ সদস্যের মধ্যে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপনের প্রস্তাব ১৭৭টি সদস্য দেশ সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন দিয়েছিল । প্রধানমন্ত্রী মোদী, ২৪ শে সেপ্টেম্বর, ২০১৪তে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনের ভাষণে বলেছিলেন, যোগভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের এক অমূল্য উপহার।এটি মন এবং দেহের একতার প্রতীক। এটি মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে একটি যোগসূত্র । যোগ আমাদের চিন্তা, সংযম এর পাশাপাশি স্বাস্থ্যের জন্য একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে । যোগব্যায়াম কেবল একটি শারীরিক অনুশীলনই নয়, এটি আমাদের মধ্যে লুকিয়ে থাকা ঐক্যের অনুভূতিতে, বিশ্ব ও প্রকৃতির আবিষ্কারেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে ।আমাদের পরিবর্তিত জীবনধারায় সচেতনতা বৃদ্ধি করে, এটি জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় আমাদের সহায়তা করতে পারে। সুতরাং আসুন আমরা সকলে মিলে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস গ্রহণের জন্য কাজ করি। কেন ২১শে জুন?২১ শে জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালনের পিছনে একটি বড় কারণ রয়েছে। ভারতীয় সংস্কৃতি অনুসারে গ্রীষ্মের অবিচ্ছিন্নতার পরে সূর্য দক্ষিণায়ণে যায় । ২১শে জুন বছরের দীর্ঘতম দিন হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এই দিনে সূর্য খুব তাড়াতাড়ি উঠে এবং দেরি করে অস্ত যায়। যোগও একজন ব্যক্তিকে দীর্ঘজীবন দেয়। কথিত আছে যে সূর্যের দক্ষিণায়নের সময় আধ্যাত্মিক কৃতিত্ব অর্জনে খুব উপকারী। এই কারণে, ২১শে জুন 'আন্তর্জাতিক যোগ দিবস' হিসাবে পালিত হয়।

প্রথম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ২১ শে জুন, ২০১৫ বিশ্বজুড়ে পালিত হয়েছিল। লক্ষ লক্ষ মানুষ এই দিনটিতে যোগব্যায়াম করেছিলেন, যা একটি রেকর্ড ছিল। প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে ৩৫ হাজারেরও বেশি মানুষ এবং ৮৪ টি দেশের প্রতিনিধিরা দিল্লির রাজপথে ২১ টি আসন করেছিলেন। নিউ ইয়র্কের টাইমস স্কোয়ারে প্রায় ৩০ হাজার মানুষ একসাথে যোগব্যায়াম করেছিলেন। এই বিশেষ আনুষ্ঠান দুটি গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড স্থাপন করেছিল। প্রথম রেকর্ড ৩৫,৯৮৫ জন যোগব্যায়াম করছে।এই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন ৮৪ টি দেশের মনুষ। প্রথম আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের থিম ছিল সম্প্রীতি ও শান্তির জন্য যোগ।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের মূল আনুষ্ঠানটি চণ্ডীগড়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, এতে প্রায় ৩৫,০০০মানুষ অংশ গ্রহণ করেছিলেন । এই যোগ দিবসে ১৭০টি দেশ অংশ নিয়েছিল। দ্বিতীয় যোগ দিবসের থিম ছিল - যুবকে সংযুক্ত করুন।

তৃতীয় আন্তর্জাতিক যোগ দিবসেরমূল অনুষ্ঠানটি লখনউয়ের রামবাই আম্বেদকর ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে ৫৫,০০০ লোক অংশ নিয়েছিল, এবং কয়েক হাজার মানুষ নিউ ইয়র্কের সেন্ট্রাল পার্কে একসাথে যোগব্যায়াম করেছিলেন। তৃতীয় যোগ দিবসের থিম ছিল স্বাস্থ্যের জন্য যোগ।

চতুর্থ আন্তর্জাতিক যোগ দিবসদেরাদুনে ফরেস্টরিসার্চ ইনস্টিটিউটে আয়োজন করা হয়েছিল। এতে প্রধানমন্ত্রী মোদীর সাথে ৫০ হাজারেরও বেশি মানুষ অংশ নিয়েছিল। এই অনুষ্ঠানের বিশেষ বিষয়টি ছিল সৌদি আরবও এতে অংশ নিয়েছিল। চতুর্থ আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের থিম শান্তির জন্য যোগ।

পঞ্চম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস মূল কর্মসূচি রাঁচিতে আয়োজন করা হয়েছিল। এতে প্রধানমন্ত্রী মোদীও অংশ নিয়েছিলেন। পঞ্চম আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের থিম ছিল জলবায়ু কর্মের জন্য যোগ।

ষষ্ঠআন্তর্জাতিক যোগ দিবস করোনার বৈশ্বিক মহামারির প্রেক্ষিতে২২ শে জুন, ২০২০ ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে পালিত হয়েছিল। থিম International ছিল - স্বাস্থ্যর জন্য যোগব্যায়াম - বাড়িতে থেকে যোগ।

সপ্তমআন্তর্জাতিক যোগ দিবস ২০২১ এর থিম ছিল 'যোগের সাথে থাকুন, বাড়িতে থাকুন। এই বছরও ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে যোগ দিবস পালন করা হয়।

অষ্টম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ২০২২ জন্য নির্বাচিত থিম ছিল 'মানবতার জন্য যোগ' । যোগব্যায়ামের গুরুত্ব দেখে গত বছর যোগ দিবসের থিম বাছাই করা হয় মানবতার জন্য যোগ, যা কিভাবে যোগব্যায়াম দ্বারা কোভিড১৯ নিরাময়ে সাহায্য করছে এবং কীভাবে এটি প্রতিটি ব্যক্তির সামগ্রিক স্বাস্থ্য অর্জনে সহায়তা করছে তারই প্রতিফলন ছিল।

এইবছর নবম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ২০২৩

যোগ হল ভারতে সৃষ্টি এক প্রাচীন তপস্বী অনুশীলন পদ্ধতি যাহা আমাদের শরীর এবং মনের শান্তি সুখ অর্জনের জন্য শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক সাধনাকে একত্রিত করে এগিয়ে নিয়ে চলে। নিয়মিত যোগ অনুশীলন করার অনেক ধরণের সুবিধা রয়েছে। আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ২০২৩এর থিমহলো 'বসুধৈব কুটুম্বকম নীতির সাথে এক বিশ্ব, এক স্বাস্থ্যের অনুরণন' One World, One Health' resonance with the principle of Vasudhaiva Kutumbakam। নিয়মিত যোগ ব্যায়াম করুন।ভালো থাকুন , সুস্থ থাকুন ।

পাঠকের চিঠি

শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম সাধনম্

একুশে জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। প্রতিবছর এই দিনটিতে বিভিন্ন জায়গায় পালিত হয়ে থাকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। মূলতঃ মানুষের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা বিধানের জন্যে যে যোগার বিশেষ ভূমিকা আছে তা পালন করতেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এই যোগাদিবস। শরীর ও মানসিক সুস্বাস্থ্যের জন্যে যোগাসনের যে বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে তা স্বীকার্য। যোগাসন একটি বিশেষ ধরনের ব্যায়াম যা শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি ঘটায়। বাংলায় একটি কথা আছে,স্বাস্থ্যই সম্পদ।প্রত্যেকেই নীরোগ ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে চায়। এতে একদিকে যেমন মানুষেরা বেছে নেন পুষ্টিকর খাবার । কিন্তু শুধু পুষ্টিকর খাবারই নয় শরীরকে নীরোগ রাখতে প্রতিদিন যোগাসনের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। স্বাস্থ্য সচেতনতা হলো কিছু অভ্যাসের আচরণ যার দ্বারা আমরা প্রত্যেকে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারি। তাই যোগাসনের অভ্যাস গড়ে উঠুক। বিদ্যালয় স্তরে পাঠ্যসূচীতে যোগাসনকে বাধ্যতামূলক করা হলে শৈশব থেকেই যোগাসনের প্রতি এক অভ্যাস গড়ে উঠবে ছাত্রছাত্রীদের। শরীরকে সুস্থ রাখতে শুধুমাত্র সাবধানতা না বরং এর সাথে যোগাসনের এক বিশেষ ভূমিকাও রয়েছে। আসলে সংস্কৃতে সেই বাক্যটি যেন আবারও মনে করিয়ে দেয়,শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম সাধনম্।

শংকর সাহা, পতিরাম, দক্ষিণ দিনাজপুর

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক : রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এইচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক : আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন : ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফ্যাক্স : ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পিআরবি অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

সুইচঅন ফাউন্ডেশন ঝাড়খণ্ডের কৃষকদের মধ্যে বাজরা উৎপাদনের জন্য 'বীজ কিট' বিতরণ করে

রাঁচি / দুমকা ঃ মোটা শস্য উৎপাদনকে উৎসাহিত করার প্রয়াসে, সুইচঅন ফাউন্ডেশন ঝাড়খণ্ডের দুমকার জারমুন্ডি ব্লকে কৃষকদের মধ্যে একটি উচ্চ মানের মোটা শস্য বীজ বিতরণ কর্মসূচির আযোজন করেছে। এই উদ্যোগটি শুধুমাত্র কৃষি উৎপাদনশীলতাই বাড়াবে না বরং সম্প্রদায়ের সামগ্রিক পুষ্টি কল্যাণেও অবদান রাখবে। বীজ বিতরণ ছাড়াও, সুইচঅন ফাউন্ডেশন বাজরার পুষ্টিগুণ সম্পর্কে সচেতনতামূলক বার্তাও ছড়িয়ে দেয়।

সুইচঅনের লক্ষ্য এই অঞ্চলের কৃষকদের ভাল মানের বাজরা বীজ সরবরাহ করে তাদের ক্ষমতায়ন করা যাতে তারা এই লাভজনক ফসল চাষ করতে সক্ষম হয়। বাজরা চাষ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তাদের কৃষি পদ্ধতিতে বৈচিত্র্য আনার মাধ্যমে, কৃষকরা বাজরা প্রদান করে এমন অনেক সুবিধা উপভোগ করতে পারে, যেমন উন্নত মাটির গুণমান, কম জলের প্রযোজন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি।

প্রধান অতিথির উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি সাজানো হয়। শ্রী বাদল পাত্রলেখ, মাননীয় কৃষি, পশুপালন ও সহযোগিতা মন্ত্রী, ঝাড়খণ্ড সরকারের এবং শ্রী অভিজিৎ সিনহা, আইএএস, ডেপুটি ডেভেলপমেন্ট কমিশনার (ডিডিসি), দুমকা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ফুলেশ্বর মুর্মু বিডিও, জারমুন্ডি ব্লক, দুমকা এবং শ্রী অভিজিৎ সিনহা, আইএএস, ডেপুটি ডেভেলপমেন্ট কমিশনার (ডিডিসি), দুমকা অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ছিলেন। অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে ছিলেন জেলা প্রোগ্রাম ম্যানেজার, জেএসএলপিএস, জনাব সঞ্জয় কাশ্যপ, সেক্রেটারি, এপিএমসি দুমকা, মি. দিবেশ কুমার সিং, এটিএমএ, দুমকা। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নুয়াগাঁও কিষাণ উৎপাদক কোম্পানি থেকে প্রাপ্ত বাজরা বীজ কিট উপস্থিত কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করেন। সুইচঅন ফাউন্ডেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী বিনয় জাজু বলেন, জরঘম একটি অত্যন্ত পুষ্টিকর এবং জলবায়ু সহনশীল ফসল এবং এর কৃষি ল্যান্ডস্কেপ উন্নত করার এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার অপার সম্ভাবনা রয়েছে। আমাদের কৃষকদের বজরা চাষে সাহায্য করার মাধ্যমে, আমরা শুধুমাত্র তাদের মঙ্গলই নয়, আমাদের পরিবেশের মঙ্গলও লক্ষ্য করি। ঝাড়খণ্ডের সুইচন ফাউন্ডেশন দ্বারা বজরা চাষের উপর একটি বেসলাইন অধ্যয়ন শুরু হয়েছিল। সমীক্ষাটি তিনটি জেলার ৪৮৮ জন কৃষকের জরিপের মাধ্যমে করা হয়েছিল। দুমকা, পাকুর ও সাহেবগঞ্জ। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ৬৬ শতাংশ বা দুইতৃতীয়াংশ কৃষক কমপক্ষে একটি বড় বাজরা জন্মায় এবং ৩৪ শতাংশ বা একতৃতীয়াংশ কোনও বড় বাজরা জন্মায় না। দেখা গেছে যে ৮৮ শতাংশ কৃষক বাজরার কম জলের প্রযোজন বলে জানিয়েছেন। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে বাজরা খাওয়ার ফ্রিকোয়েন্সি ছিল পাকুর ও সাহেবগঞ্জে ৯০-৯৯ শতাংশ এবং দুমকায় ৬২ শতাংশ। প্রতিবেদনটি ঝাড়খণ্ডের প্রান্তিক কৃষকদের মুখোমুখি হওয়া জটিল চ্যালেঞ্জগুলিকে তুলে ধরে, যার মধ্যে রয়েছে নিম্ন আয়ের স্তর, ছোট জমির আকার, উচ্চ কৃষি উপকরণ খরচ, নির্ভরযোগ্য সেচ সুবিধার অভাব এবং বাজার কেন্দ্রগুলিতে সহজ অ্যাক্সেসের অভাব। উদ্যোগের অংশ হিসাবে বাজরা নিয়ে একটি ফোকাসড গ্রুপ আলোচনারও আযোজন করা হয়েছিল। আলোচনার উদ্দেশ্য ছিল কৃষকদের একটি ইন্টারেক্টিভ সেশনে জড়িত করা যেখানে তারা বাজরা চাষের প্রক্রিয়া, স্বাস্থ্য উপকারিতা এবং রন্ধন প্রযোগের বিষয়ে মূল্যবান তথ্য লাভ করে। তাদের পরিবারে বাজরা খাওয়ার প্রচার করে, কৃষকরা এই বহুমুখী ফসলের পুষ্টির সম্ভাবনা আনলক করতে পারে, যা স্বাস্থ্যকর খাদ্য এবং উন্নত খাদ্য নিরাপত্তার দিকে পরিচালিত করতে পারে।

ফুলেশ্বর মুর্মু বিডিও, জারমুন্ডি ব্লক, দুমকা এই উদ্যোগের বিষয়ে মন্তব্য করেছেন, আমরা কৃষি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং পুষ্টি সচেতনতার উপর ফোকাস করার জন্য সুইচঅন ফাউন্ডেশনের উৎসর্গের প্রশংসা করি। এটি দেওয়ার জন্য এটি একটি দুর্দান্ত উদ্যোগ। এটি আমাদের টেকসই কৃষির দৃষ্টিভঙ্গির সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। এবং আমাদের কৃষক সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার উন্নতি ঘটাচ্ছে। এটি দুমকা জেলার কৃষি ল্যান্ডস্কেপে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

রংমহল আদর্শ বিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে শিক্ষাকে উৎসবে পরিণত করার আহ্বান মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে পর্যায়ক্রমে ১৮ টি আদর্শ বিদ্যালয় এবং চা বাগান এলাকায় ১৯ টি হাই স্কুল শুরু করা হবে

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবশেষে অন্ত পড়েছে। রাজ্যে আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করা হয়েছে আদর্শ বিদ্যালয়। মুখ্যমন্ত্রীর নিজস্ব বিধানসভা কেন্দ্র জালুকবাড়িতে স্থিত রংমহল আদর্শ বিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন তিনি। তাছাড়া আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে পর্যায়ক্রমে ১৮ টি আদর্শ বিদ্যালয় এবং চা বাগান এলাকায় ১৯ টি হাই স্কুল শুরু করা হবে বলে তিনি ঘোষণা করেছেন। রাজ্যের মন্ত্রীরা এই দায়িত্ব পালন করবেন। তবে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ইতিমধ্যে ডিব্রুগড় জেলায় তিনটি চা বাগান এলাকার আদর্শ বিদ্যালয় হাই স্কুলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু। তাছাড়া হাজোতে আদর্শ বিদ্যালয় উদ্বোধন করেছেন বনমন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারী। মুখ্যমন্ত্রী বলেন সরকারের মূল লক্ষ্য শিক্ষাকে একটি উৎসবে পরিণত করা। বর্তমান রাজ্যবাসী বিহু কিংবা দুর্গা পূজাকে উৎসব হিসেবে পালন করছেন। কিন্তু পর্যায়ক্রমে ধীরে ধীরে শিক্ষাকে উৎসবে পরিগণিত করেছে সরকার। ফলে রাজ্যবাসী একইভাবে এই বিষয়টি যাতে গ্রহণ করে সেক্ষেত্রে

আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন এই নতুন উৎসব এবার সারা রাজ্যে পালন করা হচ্ছে। রংমহল আদর্শ বিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে তিনি বলেন রংমহল হাই স্কুল একটি ঐতিহ্যময় বিদ্যালয়। ১৯৪২ সালে মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয় হিসেবে এই রংমহল হাই স্কুল শুরু হয়েছিল। ১৯৫৯ সালে এই বিদ্যালয় হাই স্কুলের মর্যাদা পেয়েছে। ১৯৭৭ সালে এই বিদ্যালয় প্রাদেশিকীকরণ হয়েছিল। প্রসঙ্গত গুয়াহাটির জালুকবাড়িতে স্থিত রংমহল আদর্শ বিদ্যালয়ের উদ্বোধনের স্বার্থে আযোজিত সভায় উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী চন্দ্রগ্রহণ পাটোয়ারী, লোকসভা সাংসদ কুইন ওজা, রাজ্য সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা ডাঃ ননী গোপাল মহন্ত, কামরূপ জেলার জেলাশাসক কীর্তি জল্লি প্রমুখ। এক্ষেত্রে নিজের বক্তব্য তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন সর্বমোট ১৮ টি আদর্শ বিদ্যালয়ে সিবিএসসি পাঠক্রম অনুযায়ী ইংরেজি মাধ্যম থাকবে। তাছাড়া রাজ্যের বিভিন্ন চা বাগান এলাকায় নির্মাণসম্পূর্ণ হয়ে ওঠা ১৯ টি বিদ্যালয় অসমের মাধ্যমে পাঠ্যক্রম থাকবে। রাজ্যের ১২৬ টি বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনে একটি করে আদর্শ বিদ্যালয় গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়েছে সরকার। বর্তমান অতি শীঘ্র মোট ৫৫ টি বিদ্যালয়ের নির্মাণ সম্পূর্ণ করা হবে। তাছাড়া পরবর্তীকালে বাকি থাকা ৭১ টি আদর্শ বিদ্যালয় নির্মাণ সম্পন্ন হয়ে উঠবে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন মহানগরের জালুকবাড়ির রংমহল হাই স্কুল থেকে গড়ে প্রতিবছর ৯৫ ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হওয়ার নজির রয়েছে। আগামী বছর এই স্কুলে একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণী অন্তর্ভুক্ত করা হবে। রংমহল হাই স্কুল এবং রংমহল আদর্শ বিদ্যালয়ে ১২ টা করে মোট ২৪ টি ক্লাসরুম নির্মাণ করা হয়েছে। এর মধ্যে থাকবে দুটি শিক্ষানুষ্ঠানের কার্যালয় কক্ষ তথা প্রশাসনিক রুম। রংমহল হাই স্কুলে সেবার অধীনে পাঠক্রম থেকে বিপরীতে রংমহল আদর্শ বিদ্যালয় থাকবে সিবিএসসি পাঠক্রম। সারা রাজ্যের মধ্যে নজির বিহীনভাবে একসঙ্গে সেবা এবং সিবিএসসি শিক্ষানুষ্ঠান থাকবে। দুটি বিদ্যালয়ের যৌথ কার্যালয় থাকার ফলে সিবিএসসি এবং সেবা সুবিধা এবং খামতি গুলো নিজেদের মধ্যে আদানপ্রদান করার সুবিধা পাবেন শিক্ষকশিক্ষিকারা। ইতিমধ্যে রংমহল আদর্শ বিদ্যালয়ের জন্য ৫০ জন ছাত্র ছাত্রী এবং ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য ১২ জন ছাত্রছাত্রী নাম ভর্তি হয়েছে। তাছাড়া এই বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে চারজন শিক্ষক আলাদা ভাবে নিযুক্তি দেওয়া হয়েছে হলে উল্লেখ করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন শীঘ্রই অধিক শিক্ষক নিযোগ করা হবে। তিনি বলেন মোট ৩৮ টি বিদ্যালয় নতুন করে শুরু করা হয়েছে। এর মধ্যে চা বাগান এলাকায় ১৯ টি বিদ্যালয় রয়েছে। বাকি ১৮ টি বিদ্যালয় রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে শুরু করা হবে। এমনকি চাংসারীতে একটি নতুন আদর্শ বিদ্যালয় শুরু করা হবে। এদিন এবং আগামীকাল মিলে রাজ্যে মোট ১৮ টি আদর্শ বিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হবে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে হবে ইংরেজি মাধ্যমের সিবিএসসি দ্বারা পরিচালিত। এই আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করার মূল উদ্দেশ্য রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে একটি করে এই ধরনের বিদ্যালয় শুরু করা। আদর্শ বিদ্যালয় ইংরেজি পাঠ্যক্রম শুরু করার আরেকটি কারণ হলো যাতে দরিদ্র পরিবারের অভিভাবকরা যাতে ইংরেজি মাধ্যম এবং সিবিএসসি পাঠক্রমে নিজেদের সন্তানকে পড়ানোর জন্য জমা করা অর্থ খরচ করার প্রযোজন না হয়। সরকারি পর্যায়ে এই ধরনের সুবিধা যাতে উপলব্ধি হয় এই উদ্দেশ্য সামনে রেখেই আদর্শ বিদ্যালয় নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন আদর্শ বিদ্যালয় হিসেবে প্রতিটি শিক্ষানুষ্ঠান গুলোতে থাকবে বিজ্ঞানাগার, স্মার্ট ক্লাস, কম্পিউটার ল্যাবরেটর, লাইব্রেরি থাকবে। তাছাড়া প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রজেক্ট চাইল্ড নামের প্রতিষ্ঠিত সংস্থার দ্বারা আদর্শ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মানসিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

ফিতা কেটে ১৫ দিনব্যাপী রথযাত্রা মেলার উদ্বোধন করা হয়

সুধীর গোরাই

জামশেদপুর ঃআজসুএর কেন্দ্রীয় সচিব হরেলাল মাহাতো, ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার সিনিয়র নেতা সুখরাম হেমব্রম, গ্রাম প্রধান মহাসঙ্ঘের রাজ্য সহসভাপতি, বৈদ্যনাথ মাহাতো, বিজেপি নেতা বলরাম মাহাতো এবং সমাজকর্মী অমূল্য মাহাতো নিমডিহ ব্লকের রঘুনাথপুরে ১৫ দিবসিয় রথযাত্রা মেলার ফিতা কেটে উদ্বোধন করলেন। অনুষ্ঠানে হরেলাল মাহাতো বলেন, বিনোদনের পাশাপাশি মেলা আমাদের প্রাচীন সাংস্কৃতিক পরিচয়। ভারতে মেলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশে সাধারণত উৎসবের সময় মেলার আযোজন করা হয়। মেলাও একটি এলাকার মিলন মেলা। জেএমএম নেতা সুখরাম হেমব্রম বলেন, মেলা আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতির পরিচয়। বিভিন্ন রাজ্য ও উৎসবে যে মেলার আযোজন করা হয়, তাতে আমাদের সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটে। সমস্ত রাজ্য তাদের উৎসব অনুসারে মেলার আযোজন করে। এটি একটি বৈচিত্র্যময় এবং গভীর সংস্কৃতি প্রকাশ করে। এই অনুষ্ঠানে মুখিয়া প্রতিনিধি সুভাষ সিং, বিজেপি নেতা চন্দ্রমোহন দাস, সুদর্শন গোরাই, সুবোধ চন্দ্র মাহতো, দুর্যোধন গোপ, গ্রাম প্রধান শ্যামল মাহতো, অনুদেব দাস, নিখিল মাহতো, সনত মাহতো প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

কামাখ্যা মন্দিরে অম্বুবাচী মেলার আয়োজন ঘিরে প্রস্তুতি তুঙ্গে

২২ জুন রাত ২ টা ৩০ মিনিট ৪২ সেকেন্ড প্রবৃতি এবং ২৬ জুন সকাল ভক্তদের জন্য মন্দিরের দরজা খুলে দেওয়া হবে বলে মন্তব্য পরিচালনা কমিটির

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ হাতে মাত্র সময় ২ দিন। এরপরেই শুরু হতে চলেছে বহু প্রতীক্ষিত কামাখ্যা মন্দিরের অম্বুবাচী মেলা। এর জন্য যাবতীয় প্রস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পন্ন করে তোলা হয়েছে। কামাখ্যা মন্দিরের অম্বুবাচী মেলা পরিচালনা কমিটি এবং পুলিশ প্রশাসন ঐক্যবদ্ধভাবে এক্ষেত্রে যাবতীয় পদক্ষেপ নিয়েছে। এবারের মেলায় ২২ জুন রাত ২ টা ৩০ মিনিট ৪২ সেকেন্ডে অম্বুবাচীর প্রবৃত্তি হবে। এরপর ২৩, ২৪ এবং ২৫ জুন মন্দিরের দরজা বন্ধ থাকবে। তবে ভক্তদের জন্য কামাখ্যা মন্দিরের দরজা খুলবে ২৬ জুন। উল্লেখ্য ইতিমধ্যে গত ১১ জুন কামাখ্যা মন্দিরে উপস্থিত হয়ে মেলাকে কেন্দ্র করে এর প্রস্তুতি সম্পর্কে যাবতীয় বিষয় খতিয়ে দেখতে মন্দির পরিচালনা কমিটির সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়েছেন পর্যটন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া। বৈঠকের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে তিনি বলেছেন এই মেলায় আগমন ঘটা প্রত্যেক তীর্থযাত্রী এবং ভক্তদের অসুবিধা না হয় সে ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিখুঁতভাবে আযোজন করা হয়েছে। এবার এই প্রথম অম্বুবাচী মেলায় রাত নটার পর ভক্তদের আগমন নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলেও জানিয়েছিলেন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া। সোমবার কামাখ্যা মন্দিরে আইডিতে সাংবাদিক বৈঠকে অম্বুবাচী মহাযোগ পরিচালনা কমিটি আসন্ন মেলা সংক্রান্তে যাবতীয় তথ্য তুলে ধরেছে।

মন্দিরের অম্বুবাচী মহাযোগ পরিচালনা কমিটি প্রকাশ করা তথ্য অনুসারে আগামী ২৬ এবং ২৭ জুন ৫০১ টাকার বিশেষ দর্শনের ব্যবস্থা বন্ধ থাকবে। তাছাড়া ২৬ এবং ২৭ জুন ভিআইপি কিংবা ভিভিআইপি পাসের মাধ্যমেও মন্দির দর্শনের ব্যবস্থা থাকবে না। অন্যদিকে আসন্ন অম্বুবাচী মহোৎসবের সময় বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে জানিয়েছে কমিটি। এর মধ্যে রয়েছে, এবার নীলাচল পাহাড়ের আশেপাশে তীর্থযাত্রীদের জন্য থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়নি। তাছাড়া কোন ধরনের খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করার অনুমতি নেই। নিচের সড়ক থেকে কামাখ্যার মন্দিরের উদ্দেশ্যে পদ পথ এবং সড়ক পথে মাঝে মাঝে চিকিৎসা সেবা, পানীয় জলের ব্যবস্থা, আরাম করার স্থান এবং জুতা সেন্ডেল রাখার ব্যবস্থা থাকবে। এইবার অম্বুবাচীর সময়ে যাত্রীদের জন্য মন্দির পরিক্রমা করার পর পূর্ব এবং পশ্চিম দরজা দিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা থাকবে।

অম্বুবাচী মহাযোগ পরিচালনা কমিটি প্রকাশ করে তথ্য অনুসারে অম্বুবাচী মেলায় আইনশৃঙ্খলা এবং তীর্থযাত্রীদের সুরক্ষার ব্যবস্থার জন্য দেবালয়ের নিজস্ব ১২০ জন স্থায়ী সুরক্ষা কর্মী, ৫০০ জন স্কাউট গাইড, ৪০০ জন স্বেচ্ছাসেবক, ১০০ জন অস্থায়ী সুরক্ষা কর্মী নিযোগে করা হবে। তাছাড়া দেবালয়ের চারদিকে ৪০০ টি সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। দেবালয়ের নিজস্ব ২০০ জন সাফাই কর্মী ছাড়াও ১০০ জন অস্থায়ী সাফাই কর্মী নিযোগে করা হবে। আগামী ২৬ জুন দেবী দর্শনের জন্য সমবেত হওয়া দর্শনার্থীর সুবিধার্থে বংশী বাগানে অস্থায়ী রেস্টরুম, চিকিৎসা সেবা ব্যবস্থা, প্রস্তাবগার এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অম্বুবাচী উপলক্ষে সেবা প্রদান করা সংস্থার সদস্যদের জন্য দেবালয়ের তরফে খাদ্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে। উল্লেখ্য বর্তমান মালিগাঁও সড়কের উপর প্রায় তিন কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের উড়ালপুল নির্মাণ প্রক্রিয়া উদ্ভাবিত রয়েছে। এর ফলে আদাবাড়ি থেকে ভরলুমুখ পর্যন্ত প্রতিদিন ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে যেহেতু এই বছর নির্মীয়মান মালিগাওয়ের উড়ালপুলের জন্য ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে ফলে সুরক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রেখে রাত ন'টা পর্যন্ত ভক্তদের নীলাচল পাহাড়ে প্রবেশ করতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ থেকে সহায় সহযোগিতার আশা প্রকাশ করেছে অম্বুবাচী মহাযোগ পরিচালনা কমিটি। তাছাড়া যেহেতু দেবালয়ের আশেপাশে জুতা স্যান্ডেল রাখার ব্যবস্থা থাকবে না ফলে যতটুকু পারা যায় প্রত্যেককে জুতা স্যান্ডেল গুলো পাহাড়ের নিচে রেখে নীলাচল পাহাড়ে প্রবেশ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। অন্যথা জুতা স্যান্ডেল ফিরিয়ে না পাওয়ার জন্য দেবালো কর্তৃপক্ষ বা প্রশাসন দায়ী থাকবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে অম্বুবাচী মহাযোগ পরিচালনা কমিটি।

এদিকে অম্বুবাচী মেলার এই কয়দিন কামাখ্যা মন্দিরে সমাগম হওয়া প্রচন্ড ভিড়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে ছোট ছোট শিশু, বৃদ্ধ অথবা অসুস্থ ব্যক্তিকে যতটুকু পারা যায় সঙ্গে না নিয়ে আসার জন্য প্রত্যেককে আহ্বান তথা অনুরোধ জানিয়েছে পরিচালনা কমিটি। যেহেতু নীলাচল পাহাড় এক ধপাত মুক্ত অঞ্চল সেজন্য এই বিষয়ে প্রত্যেককে সহায় সহযোগিতা করার অনুরোধ জানানো হয়েছে। মাদকদ্রব্য সেবন করে যাতে কোন ব্যক্তি দেবালয় প্রবেশ করতে না পারে সেক্ষেত্রে নজর রাখার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানিয়েছে অম্বুবাচী মহাযোগ পরিচালনা কমিটি। একই সঙ্গে অম্বুবাচী মেলা চলাকালীন তীর্থযাত্রীদের জন্য ২৪ ঘন্টা ঠান্ডা পানীয় জলের ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য সেবা, শৌচালয়, সাফাই, পর্যাপ্ত পরিমাণে নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য পুলিশ প্রশাসনের কাছে অনুরোধ জানিয়েছে পরিচালনা কমিটি।

শেন ওয়ার্নের বিতর্কিত বায়োপিকে পরিবারের আপত্তি, কী দেখানো হয়েছে তাতে

পর্থ (ওয়েবডেস্ক) ঃ শেন ওয়ার্নের ক্রিকেট ক্যারিয়ার যতটা বর্ণিল, মাঠের বাইরের জগৎটা ছিল ততটাই বিতর্কিত। বলটাকে নিজের ইচ্ছেমতো ঘোরানোর পাশাপাশি অসংখ্য নারীকেও ঘুরিয়েছেন। কিন্তু কোথাও থিতু হতে পারেননি। অস্ট্রেলিয়ার প্রয়াত কিংবদন্তির এসব বিতর্কিত অধ্যায়সহ আরও কিছু ঘটনা নিয়ে গত বছর একটি টিভি সিরিজ নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছিল দেশটির টেলিভিশন নেটওয়ার্ক চ্যানেল নাইন। প্রাথমিকভাবে দুই পর্বের সেই টিভি সিরিজের নাম দেওয়া হয়েছিল 'বিয়ন্ড ডিসরেসপেক্টফুল'। কিন্তু ওয়ার্ন মারা যাওয়ার মাত্র ছয় মাসের মাথায় তাঁকে নিয়ে এমন বায়োপিক বানানোয় প্রতিবাদ জানিয়েছিল তাঁর পরিবার। পরবর্তী সময়ে পরিবারের অনুমতি সাপেক্ষে নাম পাল্টে রাখা হয় 'ওয়ার্নি'। তবে ওয়ার্নের জীবনের বিতর্কিত বিষয়গুলো বায়োপিকে ঠিকই রাখা হয়েছে। টিভি সিরিজটিতে ওয়ার্নের চরিত্রে অভিনয় করেছেন অ্যালেক্স উইলিয়ামস, তাঁর সাবেক স্ত্রীর চরিত্রে মার্নি কেনেডি আর সাবেক বাগদত্তা লিজ হার্লির চরিত্রে শান্তি কালি। শুটিংয়ে অন্তরঙ্গ মুহূর্তের দৃশ্য ধারণ করতে গিয়ে কদিন আগে আহতও হয়েছিলেন অভিনেতা উইলিয়ামস ও অভিনেত্রী কেনেডি। চিকিৎসা নিতে হাসপাতালেও যেতে হয়েছিল তাঁদের। তবে শেষ পর্যন্ত ভালোভাবেই শুটিং সম্পন্ন হয়েছে। সব ঠিক থাকলে আগামী রোববার টিভি সিরিজটির প্রথম পর্ব ও সোমবার দ্বিতীয় পর্ব প্রচার করবে চ্যানেল নাইন।

ওয়ার্নকে নিয়ে বানানো টিভি সিরিজটি প্রচারের আগে তাঁর পরিবারকে আলাদাভাবে দেখানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই প্রস্তাব পরিবারের সদস্যরা নাকচ করে দিয়েছে বলে জানিয়েছে অস্ট্রেলিয়ার শীর্ষ দৈনিক সিডনি মর্নিং হেরাল্ড। চ্যানেল নাইন আর সিডনি মর্নিং হেরাল্ড একই মালিকানাধীন সংবাদমাধ্যম।

গত মার্চে মারা গেছেন শেন ওয়ার্ন স্ত্রী সিমোন কালাহানের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর বাবামা এবং তিন সন্তান জ্যাকসন, ব্রুক ও সামারকে নিয়ে থাকতেন ওয়ার্ন। তবে চ্যানেল নাইন-এর কর্মকর্তারা সাবেক স্ত্রী কালাহানকেও টিভি সিরিজটি দেখার আমন্ত্রণ জানান। ওয়ার্নের পরিবারের মতো কালাহানও সেই আমন্ত্রণে সাড়া দেননি। ট্যাবলয়েড পত্রিকা হেরাল্ড সানকে তিনি বলেন, 'এটা কিছুটা নির্মম ও কুরুচিপূর্ণ। সে (ওয়ার্ন) কিছুদিন আগে সবাইকে ছেড়ে চলে গেছে। ওকে একটু শান্তিতে থাকতে দিন। আমার বিশ্বাস, সন্তানেরাও এ ব্যাপারে কোনো সহানুভূতি দেখাবে না।'

গত বছরের সেপ্টেম্বরে দুই পর্বের টিভি সিরিজটি প্রচারের ঘোষণা দিয়ে অস্ট্রেলিয়ার জনসাধারণেরও তোপের মুখে পড়েছিলেন চ্যানেলটির নির্বাহী কর্মকর্তারা। সে সময় ওয়ার্নের বড় মেয়ে ব্রুক চ্যানেল নাইন কর্তৃপক্ষকে উদ্দেশ করে ইনস্টাগ্রামে লিখেছিলেন, 'আমার বাবা বা তাঁর পরিবারের প্রতি আদৌ কি আপনাদের সম্মানবোধ আছে? তিনি চ্যানেল নাইন-এর জন্যও কত কিছু করেছেন।'

খেলোয়াড়ি জীবনকে বিদায় বলার পর টিভি চ্যানেলটির ধারাভাষ্যকার হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করছেন ওয়ার্ন। তাঁর মেয়ে ব্রুক সেটিই বোঝাতে চেয়েছিলেন।

শেন ওয়ার্নের মেমোরিয়ালে তাঁর মেয়ে ব্রুক ওয়ার্ন, ২০২২ সালের মার্চে এমসিজিতে

শেন ওয়ার্নের মেমোরিয়ালে তাঁর মেয়ে ব্রুক ওয়ার্ন, ২০২২ সালের মার্চে এমসিজিতেএএফপি

ব্রুকের সেই পোস্টের পর ওয়ার্ন পরিবারের সঙ্গে চ্যানেল নাইন কর্তৃপক্ষের সম্পর্কের উন্নতি হয়। ডিসেম্বরে ব্রুক জানান, তাঁর পরিবারের সঙ্গে অনুষ্ঠানের প্রযোজকদের দেখা হয়েছে, 'তাঁদের সঙ্গে আমরা দেখা করেছি। যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। (টিভি সিরিজ) প্রচারের পর দেখব কী হয়।'

ওয়ার্নের সাবেক ম্যানেজার ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু জেমস এর্সকিনও চ্যানেল নাইন কর্তৃপক্ষের তীব্র সমালোচনা করেছেন, 'চ্যানেল নাইন আমার মাধ্যমেই সবার কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছে। চ্যানেলটিকে এত দিন যথেষ্ট সম্মান দেখানো হয়েছে। কিন্তু (ওদের বোঝা উচিত) প্রত্যেকের ভিন্ন মতামত থাকতে পারে। ওদের মনে রাখা উচিত ছিল এটা একটা নাটক, ঐতিহাসিক প্রামাণ্যচিত্র নয়। ওদের লজ্জা হওয়া উচিত।'

বিংশ শতাব্দীর সেরা বলটি ওয়ার্নের হাত থেকেই বেরিয়েছিল। মনে করা হয়, লেগ স্পিন শিল্পের সবচেয়ে নিখুঁত শিল্পী তিনি। তবে স্ত্রী কালাহানের কাছে কখনোই নিখুঁত স্বামী হতে পারেননি। শেষমেশ তাঁদের সংসারটা ভেঙে গেছে।

ক্যারিয়ারের প্রথম অ্যাশেজের প্রথম বলটা লেগ স্টাম্পের বাইরে ফেলার পর অবিশ্বাস্য বাঁক খাইয়ে বোল্ড করেছিলেন মাইক গ্যাটিংকে। ব্রিটিশ মিডিয়ার কল্যাণে যেটা 'বল অব দ্য সেঞ্চুরি'র মর্যাদা পেয়েছে। টিভি সিরিজে ক্রিকেট ইতিহাসের বিশেষ মুহূর্তটা যেমন দেখানো হবে, একই সঙ্গে দেখানো হবে স্ত্রীর সঙ্গে প্রতারণা করে ওয়ার্নের অনৈতিক সম্পর্ক চালিয়ে যাওয়ার ঘটনাও।

ওয়ার্নের জীবনের আরেকটি কলঙ্কিত অধ্যায় হয়ে আছে ডোপ নিয়ে নিষিদ্ধ হওয়া। ডোপ টেস্টে পজিটিভ হওয়ায় ২০০৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপ শুরুর আগে দিন দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে দেশে ফেরত পাঠানো হয় তাঁকে। পরে ওয়ার্ন জানান, ওজন কমাতে তাঁর মায়ের দেওয়া ওষুধ ব্যবহার করেছিলেন। টিভি সিরিজের একটি দৃশ্যে সেই কাহিনিও তুলে ধরা হয়েছে।

সবাইকে চমকে দিয়ে ২০০৭ সালে আবার ওয়ার্নের কাছে ফেরেন সাবেক স্ত্রী কালাহান। চেয়েছিলেন, নতুন করে সংসার সাজাতে। ভেবেছিলেন, ওয়ার্ন বোধ হয় নিজের ভুল বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু ওয়ার্ন শোধরালে তো! এ দফায় অন্য নারীকে কামোত্তেজক বার্তা পাঠাতে গিয়ে অসাবধানতাবশত কালাহানের ফোন নম্বরে পাঠান। তাঁর ধোঁকাবাজিতে অতিষ্ঠ হয়ে এরপর সেই যে চলে গেছেন, আর ফেরেননি কালাহান।

কালাহানের সঙ্গে পাকাপাকিভাবে বিচ্ছেদের পর ব্রিটিশ মডেল ও অভিনেত্রী হার্লির প্রেমে পড়েন ওয়ার্ন। ২০১১ সালে বাগদানও সারেন তাঁরা। তবে দুই বছর যেতেই এ জুটিরও ভাঙন ধরে। ওয়ার্নের বায়োপিকে হার্লির চরিত্রে অভিনয় করেছেন লন্ডনে জন্ম নেওয়া অভিনেত্রী কালি। ২০১০ সালে লন্ডনের ওয়ার্নের হোটেলের বাইরে পাপারাজ্জিদের ক্যামেরায় ধরা পড়েন ওয়ার্ন ও লিজ। সেই দৃশ্যও উঠে এসেছে টিভি সিরিজে। বায়োপিকে ওয়ার্নের চরিত্রে অভিনয় করতে গিয়ে তাঁকে নতুন করে আবিষ্কার করছেন অভিনেতা উইলিয়ামস। হেরাল্ড সানকে বলেছেন, 'ওয়ার্নের জীবনের ২৫ বছর অভিনয় করে ফুটিয়ে তোলাটা কষ্টসাধ্য ছিল। কিন্তু এখন তাঁকে মানুষ হিসেবে আরও গভীরভাবে জানতে পেরেছি।'

উইলিয়ামসের আগের ম্যাচের রেকর্ড পরের ম্যাচে ভাঙলেন রাজা

নেদারল্যান্ড ঃ যাহ, রেকর্ডটা হলো না! আউট হয়ে ফেরার সময় শন উইলিয়ামসের নিশ্চয়ই এমন আক্ষেপ হয়েছে।

৩৫তম ওভারের প্রথম বলে উইলিয়ামস যখন আউট হলেন, জিম্বাবুয়ের জয়ের জন্য প্রয়োজন ৯৬ বলে ৭০ রান। হাতে ৭ উইকেট। আগে ব্যাটিং করা নেদারল্যান্ডসের স্কোরটা জানা থাকলে অবাক লাগাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। ৬ উইকেটে ৩১৫ রান তুলেছিল নেদারল্যান্ডস, যা তাদের ওয়ানডে ইতিহাসে সর্বোচ্চ স্কোর। এই রান তাড়া করতে নেমে উইলিয়ামসের ৫৮ বলে ৯১ রানের ঝোড়ো ইনিংসে ৩ উইকেটে ২৪৩ রান তুলে ফেলেছিল জিম্বাবুয়ে। ঠিক তখনোই আউট! অথচ তার আগপর্যন্তও সবাই আশায় ছিলেন, ২০২৩ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে আগের ম্যাচেই জিম্বাবুয়ের হয়ে ওয়ানডেতে দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ডটি উইলিয়ামস বুঝি এ ম্যাচেও ভাঙবেন!

আগের ম্যাচে নেপালের বিপক্ষে জয়ে ৭০ বলে সেঞ্চুরি করেছিলেন উইলিয়ামস। জিম্বাবুয়ের ওয়ানডে ইতিহাসে এটি দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড। আজ নিজের সেই রেকর্ডই নতুন করে লেখার সুযোগ ছিল তাঁর সামনে। কিন্তু বাস ডি লিডকে পুল করতে গিয়ে ক্যাচ দেন। তাতে জিম্বাবুয়ের জয়ে সমস্যা যেমন হয়নি, তেমনি ওয়ানডেতে দলটির দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ডও লেখা হয়েছে নতুন করে।

উইলিয়ামস পারেননি তো কী হয়েছে, সিকান্দার রাজা তো ছিলেন! উইলিয়ামস যখন আউট হলেন, ৩৩ বলে ৪৫ রানে অন্য প্রান্তে ছিলেন রাজা। বাকি পথে হাল ধরে রাজা ভেঙেছেন আগের ম্যাচে উইলিয়ামসেরই গড়া দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড। সেঞ্চুরি করতে রাজার লেগেছে মাত্র ৫৪ বল। তাতে জিম্বাবুয়েও জিতেছে ৫৫ বল (৪.৫ ওভার) হাতে রেখে। ওয়ানডেতে ন্যূনতম ৩১৫ রান তাড়া করতে নেমে সবচেয়ে কম ওভারের মধ্যে জয়ের তালিকায় তিনে উঠে এল জিম্বাবুয়ে। ৮ ছক্কা ও ৬ চারে ৫৪ বলে ১০২ রানে অপরাজিত ছিলেন রাজা।

জিম্বাবুয়ে অধিনায়ক ক্রেগ আরভিন ৪৮ বলে ৫০ রান করেন। ব্যাটে বলে দারুণ পারফরম্যান্স করা রাজাই ম্যাচসেরা। এর আগে ডাচদের ইনিংসে ৫৫ রানে ৪ উইকেট নেন রাজা। নেদারল্যান্ডসের হয়ে ১১১ বলে ৮৮ রান করেন বিক্রমজিৎ সিং। ৫৯ রান ম্যাক্স ও' ডাউডের। অধিনায়ক স্কট এডওয়ার্ডস করেন ৮৩ রান। তবে যথেষ্ট হয়নি সেসব। এ নিয়ে বাছাইপর্বের দুটি ম্যাচই জিতল স্বাগতিক জিম্বাবুয়ে।

হারারেতে অন্য ম্যাচে যুক্তরাষ্ট্রকে ৬ উইকেটে হারিয়েছে নেপাল। আগে ব্যাটিংয়ে নেমে শায়ান জাহাঙ্গীরের সেঞ্চুরিতে ৪৯ ওভারে ২০৭ রানে অলআউট হয় যুক্তরাষ্ট্র। ৭৯ বলে ১০০ রানে অপরাজিত ছিলেন শায়ান জাহাঙ্গীর। নেপালের তারকা লেগ স্পিনার সন্দীপ লামিচানে আগের ম্যাচের মতো এ ম্যাচেও উইকেট পাননি। ৪ উইকেট নেন করন কেসি। গুলশান ঝা নেন ৩ উইকেট। তাড়া করতে নেমে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ম্যাচটি ৪২ বল হাতে রেখে জিতেছে নেপাল। ১১৪ বলে ৭৭ রান করেন ভিম শারকি। কুশল ভুর্তাল ও দীপেন্দ্র সিং ৩৯ রান করেন।

ইন্টার মায়ামিতে মেসিদের কোচ হচ্ছেন 'টাটা' মার্তিনো

আর্জেন্টিনা ঃ ইন্টার মায়ামিতে লিওনেল মেসির চুক্তি স্বাক্ষরের আনুষ্ঠানিকতা এখনো বাকি আছে। ধারণা করা হচ্ছে, জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে সম্পন্ন হতে পারে চুক্তির আনুষ্ঠানিকতা। এর মধ্যে মেসির পুরোনো সতীর্থ সের্হিও বুসকেতসেরও মায়ামিতে আসার কথা শোনা যাচ্ছে।

শুধু নতুন খেলোয়াড়ই নয়, যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাবটি এখন নতুন কোচের সন্ধানও করছে। এই মুহূর্তে ইন্টার মায়ামির কোচ হওয়ার দৌড়ে যিনি এগিয়ে আছেন, তিনি জেরার্দো মার্তিনো, যিনি 'টাটা' মার্তিনো হিসেবেই বেশি পরিচিত। অতীতেও মার্তিনোর সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে মেসির। এর আগে স্প্যানিশ ক্লাব বার্সেলোনা এবং আর্জেন্টিনা দলে মার্তিনোর অধীনে খেলেছিলেন মেসি। এবার মার্তিনোর ইন্টার মায়ামির কোচ হওয়ার খবরটি দিয়েছেন আর্জেন্টাইন সাংবাদিক সিজার লুইস মেরলো।

মার্তিনো সর্বশেষ কোচ হিসেবে কাজ করেছেন মেক্সিকো জাতীয় দলে। গত বছরের ডিসেম্বরে কাতার বিশ্বকাপ থেকে মেক্সিকোর বিদায়ের পর সরে দাঁড়ান মার্তিনো। এর পর থেকে এখন পর্যন্ত নতুন চাকরির সন্ধানেই আছেন এই আর্জেন্টাইন কোচ। অন্যদিকে ইংটার মায়ামিও এখন কাজ চালাচ্ছে অন্তর্বর্তীকালীন কোচ দিয়ে। এ মাসের শুরুতেই ব্যর্থতার দায়ে ইংলিশ কোচ ফিল নেভিলকে ছাঁটাই করেছে ক্লাবটি। বর্তমানে ভারপ্রাপ্ত হিসেবে কাজ চালাচ্ছেন হাভিয়ের মোরালেস, যিনি নিজেও একজন আর্জেন্টাইন।

তবে মেসির সঙ্গে এখন নতুন কোচকেও দ্রুত দলে আনতে চায় ক্লাবটি। যেখানে তাদের প্রথম পছন্দ নাকি আর্জেন্টাইন কোচ মার্তিনো। এর আগে ২০১৩-১৪ মৌসুমে বার্সেলোনার এবং ২০১৪-১৬ মৌসুমে আর্জেন্টিনা দলের কোচের দায়িত্ব পালন করেছিলেন মার্তিনো। যেখানে মেসিকে শিষ্য হিসেবে পেয়েছিলেন। তবে মার্তিনোর জন্য দুই অভিজ্ঞতার কোনোটাই ভালো ছিল না। বার্সায় এক মৌসুমের বেশি থাকতে পারেননি, আর আর্জেন্টিনার হয়ে পরপর দুইবার কোপা আমেরিকার ফাইনালে খেলে পেয়েছিলেন হারের স্বাদ।

তবে সেই অতীত পেছনে ফেলে এখন আবারও ইংটার মায়ামিতে জমে উঠতে পারে মেসি-মার্তিনো জুটি। এর আগে মেসির সঙ্গে বার্সায় কাজ করে তাঁর খেলায় বাড়তি কিছু যুক্ত করতে পেরেছিলেন কি না জানতে চাইলে মার্তিনো বলেছিলেন, 'কিছুই না। একেবারেই কিছু না। তার খেলায় কিংবা বার্সায় কিছু যোগ করতে পারিনি। আমি এমন একটা দলে গিয়েছিলাম, যারা সব সময় জেতে। কিন্তু আমার সময়ে তারা কিছুই জিততে পারেনি। বার্সেলোনায় আমি নিজের কোনো ছাপ রাখতে পারিনি।'

তবে বার্সা ও আর্জেন্টিনায় না পারলেও ইন্টার মায়ামিতে অনেক কিছুই করার আছে মেসি-মার্তিনোর। বর্তমানে পয়েন্ট টেবিলে ধুঁকছে ক্লাবটি। দায়িত্ব নেওয়ার পর মেসির সঙ্গে মিলে দলকে বিপর্যয় থেকে উদ্ধারের গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হবে মার্তিনোকে। আগের দুইবার না পারলেও এবার মেসির সঙ্গে মার্তিনোর জুটিটা জমে কি না, সেটাই দেখার অপেক্ষা।

টানা বৃষ্টিপাত ও ভারত থেকে উজানের জলেতে বন্যার আশঙ্কা

সুনামগঞ্জ ঃ টানা বৃষ্টিপাতে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল ও উত্তরপূর্বাঞ্চলে আগামী কয়েকদিন বন্যা হতে পারে বলে পূর্বাভাস দিচ্ছে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র। এই বন্যা খুব বেশি তীব্র হবে না এবং 'সাময়িক' হবে বলে আপাতত পূর্বাভাস দেয়া হলেও বৃষ্টিপাত বাড়লে বা ভারত থেকে উজানের জল ছাড়া হলে পরিস্থিতি গুরুতর হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা।

বাংলাদেশে বর্তমান বৃষ্টির পরিস্থিতির হিসেবে করে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের কর্মকর্তারা মনে করছেন যে, এই বন্যা আগামী চারপাঁচ দিনের বেশি স্থায়ী হবে না।

তবে বন্যা বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শুধু বৃষ্টিপাতের ওপরই বন্যার সম্ভাবনা নির্ভর করে না। নদী ও হাওরের জল ধারণক্ষমতার পাশাপাশি আরো বেশ কিছু বিষয়ের ওপর বন্যা নির্ভরশীল। এছাড়া ব্রহ্মপুত্র ও তিস্তার উজানে ভারতের বাঁধের জল ছাড়া হলে বন্যা পরিস্থিতি আরো খারাপ হতে পারে।

কাজেই বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের কর্মকর্তারা আশ্বস্ত করলেও বড় ধরণের বন্যার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছেন না বিশেষজ্ঞরা।

১৮ই জুন সকালে আবহাওয়া অধিদপ্তরের ২৪ ঘণ্টার পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে যে রংপুর, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেটের কোথাও কোথাও 'মাঝারি ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ' হতে পারে। ঐ পূর্বাভাসে উল্লেখ করা হয়েছে, আগামী ৭২ ঘন্টায় 'বৃষ্টিপাত প্রবণতা বৃদ্ধি' পেতে পারে।

এছাড়া সিলেট ও সুনামগঞ্জ সীমান্ত সংলগ্ন ভারতের মেঘালয় রাজ্য ও বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের সীমান্ত সংলগ্ন ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের আবহাওয়া পূর্বাভাসে আগামী কয়েকদিন ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে।

সিলেট জল উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী আসিফ আহমেদ জানান, এখনও সিলেট অঞ্চলের কোনো নদীতে জল বিপদসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে না।

আমি গতকাল বন্যাপ্রবণ এলাকাগুলো ঘুরেছি। এখনও কোনো জায়গাতেই বিপদসীমা অতিক্রম করেনি, তবে বিপদসীমার কাছাকাছি মাত্রায় প্রবাহিত হচ্ছে, বলছিলেন মি. হাসান।

তবে সিলেট এলাকায় বৃষ্টিপাতের মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বলে জানান তিনি।

গত সাতদিনে যে পরিমাণ বৃষ্টি হয়েছে, তা এই মাসের মোট যে পরিমাণ বৃষ্টি হওয়ার কথা ছিল সেটিকে পার করে গেছে। সাধারণত বছরের এই সময়ে এই পরিমাণ বৃষ্টি হয় না।

তবে বৃষ্টিপাতের হার কমছে বলে জানান তিনি। তিনি বলছিলেন ১৫ই জুন ২৪০ মিলিমিটার, ১৭ই জুন ১০৯ মিলিমিটার ও ১৮ই জুন ৮২ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে সিলেটে।

তবে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হলেও গত বছরের মতো মারাত্মক বন্যার সম্ভাবনা নেই বলে ধারণা প্রকাশ করেন মি. হাসান। বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের নির্বাহী প্রকৌশলী আরিফুজ্জামান ভূইঞাও বলছিলেন যে সিলেট, সুনামগঞ্জ অঞ্চলে এখনই গত বছরের মতো তীব্র বন্যা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে তিস্তা নদীতে 'হঠাৎ করে জল বিপদসীমা অতিক্রম করতে পারে' বলে সতর্কতা জারি করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

তিস্তার দিকে যেটা হয়, উজানে বৃষ্টিপাত বেশি হলে তারা ব্যারেজ খুলে দেয় এবং তখন পানি এদিকে চলে আসে। এই ব্যারেজ তারা কখন খুলে দেবে, সে বিষয়ে আমরা কিছু জানতে পারি না। তাই অনেক সময় আমাদের এখানে অনাকাঙ্খিত বন্যার শিকার হই।

তিস্তার উজানে কয়েকদিন ধরে বেশ বৃষ্টিপাত হচ্ছে। জল বেড়ে বিপদসীমার কাছাকাছি অবস্থান করছে। আমরা একটি অ্যালার্ট দিয়ে রেখেছি যে হঠাৎ করে পানি বিপদসীমা অতিক্রম করতে পারে, বলছিলেন আরিফুজ্জামান ভূইঞা।

বাংলাদেশের ভেতরে বৃষ্টিপাত আগামী কয়েকদিন কমে আসলেও বড় ধরণের বন্যার আশঙ্কা উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে না বলে মনে করছেন, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক এ কে এম সাইফুল ইসলাম। অধ্যাপক সাইফুল ইসলাম বলছিলেন, শুধু বৃষ্টিপাতের ওপর বন্যা নির্ভর করে না। নদী ও হাওরের জল ধারণক্ষমতার ওপরও বন্যা নির্ভর করে।

এছাড়া আমাদের নদীর চ্যানেলগুলোতে জল চলাচলের ক্ষমতা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক কমে গেছে। জলেতে লবণাক্ততা বেড়েছে, অনেক জায়গায় চর পড়েছে, হাওর অনেক জায়গায় ভরে ফেলা হয়েছে, পূর্বপশ্চিমে রাস্তা হয়েছে - এগুলোর ফলে আগে জল দ্রুত নেমে যেতে পারলেও এখন জল নেমে যেতে বেশি সময় লাগে।

এসব কারণে বর্ষায় বাঁধ তৈরি, নদী খনন করে তলদেশ থেকে ময়লা উত্তোলনের মতো পূর্ব প্রস্তুতি নেয়া উচিৎ বলে মন্তব্য করেন মি. ইসলাম।

উত্তরাঞ্চলে ব্রহ্মপুত্র বেসিনে হঠাৎ করে জলের মাত্রা বেড়ে যাওয়া এবং বন্যার সম্ভাবনা থাকেই। ভারতের নীতিই হচ্ছে বর্ষায় ব্যারেজের সব গেট খুলে রাখা। সেখানে বন্যা হবেই।

উত্তরাঞ্চলে বন্যার পরিস্থিতি ও পূর্বাভাস আগে থেকে জানতে ভারতের কর্তৃপক্ষের সাথে বাংলাদেশের যোগাযোগ ও তথ্য আদানপ্রদান বাড়ানো দরকার বলে মনে করেন মি. ইসলাম।

তিনি বলেন, ভারত কবে তিস্তা ব্যারেজের গেট খুলতে পারে, এমন তথ্য আগে থেকে জানা থাকলে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বন্যার প্রস্তুতি নেয়া সহজ হবে।

আদিপুরুষ ঃ ভারতে বানানো সবচেয়ে দামী ছবিটি নিয়ে এত বিতর্ক কেন?

কলকাতা (ওয়েবডেস্ক)ঃ হিন্দু মহাকাব্য রামায়ণের গল্পের ওপর ভিত্তি করে বানানো এপিক ছায়াছবি 'আদিপুরুষ' গত শুক্রবার ভারতের সিনেমা হলগুলোতে মুক্তি পেয়েছে।

কিন্তু বছরখানেকেরও বেশি সময় ধরে এই ছবিটি নিয়ে যে তীব্র বিতর্ক চলছে তা তো থামেইনি - বরং মুক্তির পর আদিপুরুষ যেন উত্তেজনার আগুন আরও উসকে দিয়েছে!

আদিপুরুষ হিন্দুদের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করেছে, এই অভিযোগে ছবিটির বিরুদ্ধে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে তুমুল প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ দেখানো হচ্ছে। সেই চাপের মুখে ছবির নির্মাতারা সিনেমার বেশ কিছু সংলাপও বদলাতে বাধ্য হয়েছেন।

ভারতের তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর পর্যন্ত বলেছেন, সাধারণ মানুষের 'অনুভূতি নিয়ে ছেলেখেলা করে' কোনও ফিল্ম পার পেয়ে যেতে পারবে না।

এই ছবিতে রামায়ণের সীতাকে যেভাবে 'ভারতদুহিতা' বলে বর্ণনা করা হয়েছে, তার প্রতিবাদে প্রতিবেশী দেশ নেপালেও আদিপুরুষসহ সব হিন্দি ছবির স্ক্রিনিং বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

অথচ এই ছবিটি বলিউডের ইতিহাসে সবচেয়ে ব্যয়বহুল চলচ্চিত্র বলে বলা হচ্ছে - 'আদিপুরুষ' বানাতে প্রায় সাতশো কোটি রুপি খরচ হয়েছে বলে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি সূত্রের খবর, যে অঙ্কটি ভারতের সিনেমা জগতে একটি রেকর্ড।

'বাহুবলী' ব্লকবাস্টারের নায়ক ও দক্ষিণ ভারতের তারকা প্রভাস এই ছবিতেও প্রধান চরিত্রে ('রাঘব') আছেন, এছাড়া কৃতি স্যানন জানকীর (সীতা) ভূমিকায় ও সাইফ আলি খান 'লঙ্কেশ' রাবণের চরিত্রে অভিনয় করেছেন।

কিন্তু শুরুর উইকেন্ডে ছবিটি দারুণ সাফল্য পেলেও গতকাল মুক্তির পর প্রথম সোমবারে আদিপুরুষ কিন্তু বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়েছে। অর্থাৎ বলিউডের পরিভাষায় যেটাকে অতি গুরুত্বপূর্ণ 'মানডে টেস্ট' বলা হয় - যাতে দেখা হয় সপ্তাহান্তের ছুটি শেষে প্রথম কাজের দিনেও ছবিটি দর্শকদের আগ্রহ ধরে রাখতে পারে কি না - তাতে আদিপুরুষ চরম ব্যর্থ হয়েছে!

ছবি মুক্তির অনেক আগেই মুম্বাই মিরর পত্রিকাকে গত বছর একটি সাক্ষাৎকার দিয়ে বিতর্কের জন্ম দিয়েছিলেন আদিপুরুষে 'লঙ্কেশ' চরিত্রের অভিনেতা সাইফ আলি খান।

রামায়ণের 'রাবণ' চরিত্রেরও যে একটা মানবিক দিক আছে এবং লক্ষ্মণের হাতে বোন শূর্পণখার অপমানের বদলা নিতেই তিনি সীতাকে অপহরণ করেছিলেন - এই জিনিসটা আদিপুরুষে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বলে জানিয়েছিলেন সাইফ আলি খান।

ছবির 'কোর অডিয়েন্সে'র একাংশ এই মন্তব্যে রুষ্ট হওয়ার পর সাইফ আলি খান রীতিমতো বিবৃতি দিয়ে দুঃখ প্রকাশ করেন এবং তাঁর ওই বক্তব্য প্রত্যাহার করে নেন।

এরপর যখন অক্টোবরে ছবিটির প্রথম 'টিজার' মুক্তি পায়, তখনও খুব নিচু মানের ভিস্যুয়াল এফেক্টস নিয়ে দর্শকরা ছি ছি করতে থাকেন।

বাধ্য হয়ে প্রয়োজক সংস্থা টিসিরিজ সব এফেক্ট আবার 'ফাইন টিউন' করার সিদ্ধান্ত নেয়। ছবির মুক্তিও এ বছরের জানুয়ারি থেকে পিছিয়ে দেওয়া হয় জুনে।

এপ্রিলে জানা যায়, আদিপুরুষের 'ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার' অনুষ্ঠিত হবে নিউ ইয়র্কের মর্যাদাব্যঞ্জক ট্রাইবেকা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে - যে চলচ্চিত্র উৎসবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হলেন বিখ্যাত হলিউড তারকা রবার্ট ডি নিরো।

কিন্তু কোনও রহস্যময় কারণে ছবিটি শেষ মুহূর্তে ওই উৎসবে আর দেখানো হয়নি - কোনও কোনও সূত্রে দাবি করা হয়েছিল যে প্রিমিয়ারের আগে ছবির কাজই নাকি পুরোপুরি শেষ করে ওঠা যায়নি।

এতশত বিতর্কের শেষে গত শুক্রবার অবশেষে ভারতের সিনেমা হলে আদিপুরুষ মুক্তি পেলেও দেশের ফিল্ম সমালোচকরা প্রায় সবাই একবাক্যে তাদের রায় জানিয়ে দেন - ছবিটি মোটেও পাতে দেওয়ার মতো হয়নি।

ছবিতে বেশ কিছু চরিত্রকে যেভাবে তুলে ধরা হয়েছে এবং তাদের মুখে যে ধরনের সংলাপ বসানো হয়েছে - তাতেও ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের একটা বড় অংশ ক্ষোভ প্রকাশ করতে শুরু করেন।

যেমন হিন্দুদের ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে যেভাবে ছবিতে 'অ্যাংগ্রি ইয়ং ম্যান' (ক্রুদ্ধ যুবক) হিসেবে দেখানো হয়েছে বা রামভক্ত হনুমানকে 'তেরে বাপ কি'র মতো সংলাপ বলতে শোনা গেছে তা তাদের অনেকেরই পছন্দ হয়নি।

মুক্তির পর থেকেই ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যেসব থিয়েটারে আদিপুরুষ দেখানো হচ্ছে, তার সামনে দর্শকরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেছেন।

সোশ্যাল মিডিয়াতে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, 'হিন্দু ধর্মের অপমান' বন্ধ করার স্লোগান দিতে দিতে ক্ষুব্ধ জনতা ছবির পোস্টার ছিঁড়ে ফেলছেন, 'মুর্দাবাদ' আওয়াজ তুলছেন।

দেশের রাজধানী দিল্লি, প্রধানমন্ত্রী মোদীর সংসদীয় কেন্দ্র বারাণসী, উত্তরপ্রদেশের রাজধানী লখনৌ বা বলিউডের প্রাণকেন্দ্র মুম্বাই - আদিপুরুষের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ চলতে থাকে দেশের সর্বত্রই।

সিনেমাকর্মীদের সংগঠন 'অল ইন্ডিয়া সিনে ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন' ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে চিঠি লিখে দাবি জানায়, আদিপুরুষ প্রদর্শন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করতে হবে এবং ছবির পরিচালক ওম রাউত ও সংলাপলেখক মনোজ মান্তাশির ও প্রযোজকদের বিরুদ্ধে এফআইআর করতে হবে।

ছবির নির্মাতারা প্রথমে আত্মপক্ষ সমর্থনে এগিয়ে এলেও পরে এই প্রবল চাপের মুখে পিছু হঠতে বাধ্য হয়েছেন - মুক্তির পরও তারা ছবির বেশ কিছু বিতর্কিত সংলাপ বদলে দিতে বা সরিয়ে নিতে রাজি হয়েছেন।

ওদিকে প্রতিবেশী নেপালেও প্রশ্ন উঠেছে, সবাই বিশ্বাস করেন রামায়ণের সীতার জন্ম নেপালের জনকপুরে - অথচ ছবিতে তাকে কেন 'ভারতের কন্যা' বলে দাবি করা হয়েছে?

এর প্রতিবাদে কাঠমান্ডুর মেয়র বলেন্দ্র শাহ রবিবার রাত থেকেই তাঁর শহরে আদিপুরুষসহ সব হিন্দি ছবির প্রদর্শন বন্ধ করে দেন।

টুকরো খবর

বৃদ্ধ বয়সে বাবা হওয়ার ঝুঁকি কী কী

লন্ডন (ওয়েবডেস্ক)ঃ বাবা হওয়ার বয়স দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে পুরুষের। কোনো কোনো ক্ষেত্রে খুব বেশি বেড়ে যাচ্ছে।

গত সপ্তাহে কিংবদন্তির বলিউড তারকা আল পাচিনো নতুন করে বাবা হয়েছেন ৮৩ বছর বয়সে। তার ২৯ বছরের নারী সঙ্গী নূর আলফাল্লাহ হলেন পাচিনোর চতুর্থ সন্তানের মা। শেষ বয়সে হওয়া বাবাদের ক্লাবে আগেই ঢুকেছেন আরেক হলিউড কিংবদন্তি রবার্ট ডি নিরো। ৭৯ বছরের এই তারকা গত মাসে জানান তিনি ৭ম সন্তানের বাবা হয়েছেন। আর বেশ কিছু চলচ্চিত্রে ডি নিরোর সহঅভিনেতা আল পাচিনোও এখন সেই ক্লাবে যোগ দিলেন। তবে এই দুজনেই নয়, আরো অনেক চলচ্চিত্র তারকা, নামীদামী সঙ্গীত শিল্পী, এমনকি একাধিক আমেরিকান প্রেসিডেন্টও শেষ বয়সে নতুন করে বাবা হয়েছেন। এগুলো কিছুটা ব্যতিক্রমী ঘটনা, কিন্তু সাধারণভাবে পুরুষদের বাবা হওয়ার গড় বয়স দিন দিন বাড়ছে। যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৭২ সাল থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে এই বয়স গড়ে বেড়েছে সাড়ে তিন বছর। আমেরিকাতে এখন পুরুষদের প্রথমবারের মত বাবা হওয়া গড় বয়স ৩০.৯ বছর। মেডিকেল জার্নাল হিউম্যান রিপ্রডাকশনের ২০১৫ সালে প্রকাশিত এক জরীপ রিপোর্ট বলছে, আমেরিকাতে নয় শতাংশ পুরুষ প্রথমবার বাবা হচ্ছেন ৪০ বছর বয়সে। আর গিনেজ বুক অব রেকর্ড অনুযায়ী সবচেয়ে বেশি বয়সে বাবা হয়েছিলেন ৯২ বছরে এক পুরুষ। তবে এর চেয়ে বেশি বয়সে বাবা হওয়ার দাবির কথা হঠাৎ হঠাৎ শোনা গেছে যদিও সেসব দাবীর কোনো প্রমাণ নেই। তবে অনেক বেশি বয়সে বাবা হওয়ার একাধিক ঝুঁকি রয়েছে। গত বছর ডিসেম্বর মাসে আমেরিকায় ইউনিভার্সিটি অব ইউটা এবং অন্য কতগুলো প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে এ বিষয়ে একটি গবেষণা পত্র প্রকাশ করে। সেখানে দেখানো হয় বেশি বয়সে বাবা হওয়ার প্রভাব কী হয় - ফার্টিলিটির ওপর প্রভাব কী হয় অথবা গর্ভধারণের ক্ষেত্রে এবং জন্ম নেওয়া শিশুর স্বাস্থ্যের ওপর এর প্রভাব কীভাবে পড়ে।

যদিও অনেক সমীক্ষায় আল পাচিনোর মত বয়সকে বিবেচনা করা হয়নি - কারণ তেমন বয়সে বাবা হওয়া ব্যতিক্রমী ঘটনা - কিন্তু এটা প্রমাণিত যে চল্লিশের এবং পঞ্চাশের কোঠার পুরুষদের বীর্যের শুক্রাণুর মান কমে যায় - সংখ্যা যেমন কমে তেমনি টিকে থাকা এবং মিউটেশনের ক্ষমতাও কমে যায়। তার অর্থ, পুরুষের বয়স বেশি হয়ে গেলে সঙ্গীর গর্ভধারণের সম্ভাবনা কমে যায়, এবং সেইসাথে গর্ভধারণ করলেও গর্ভপাতের ঝুঁকি অনেক বেড়ে যায়। একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে, বাবার বয়স অনেক বেশি হলে তার নারী সঙ্গীর গর্ভপাতের ঝুঁকি অনেক বেড়ে যায়। তারপর রয়েছে সন্তান জন্মের পর রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি। ১৯৫০ দশক থেকে গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে বেশি বয়সের পুরুষের শুক্রাণু দিয়ে সন্তান হলে সেই সন্তানের অ্যাকোনড্রোপ্লাসিয়া নামে জিনগত রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আরও অনেক জটিল রোগের ঝুঁকির কথাও পরে জানা গেছে। দিনে দিনে এটি পরিষ্কার হয়েছে যে নারীর ক্ষেত্রে যেমন তেমনি পুরুষের বয়সও জন্ম নেওয়া সন্তানের স্বাস্থ্যের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে, লিখেছেন ইউটা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা।

যেমন, স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা তাদের গবেষণায় নবজাতকের ওজন কম হওয়া বা তার হঠাৎ হঠাৎ মূর্ছা যাওয়ার সাথে বাবার বয়সের যোগাযোগ খুঁজে পেয়েছেন। তাছাড়া, বাবার বয়স বেশি হলে অল্প বয়সে শিশুর ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে । সেইসাথে জন্মগতভাবে শিশুর হৃদপিণ্ডে অনেক ত্রুটি দেখা দিতে পারে। তবে এটা মনে রাখা দরকার যে অন্য সব গবেষণার মতই স্বাস্থ্য সমস্যা এবং তার সম্ভাব্য কারণ নিয়ে যেসব গবেষণা হয় সেগুলো সবসময় সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলেনা। বাবামায়ের বয়স ছাড়াও অন্যান্য কারণও থাকতে পারে - যেমন, বাবামা কেমন জীবনযাপন করে বা পরিবেশগত দূষণ। কিন্তু গবেষকরা মোটামুটি নিশ্চিত যে পুরুষের বয়স বাড়ার সাথে সাথে যেসব কোষ দিয়ে তার শুক্রাণু তৈরি হয় সেগুলোর ডিএনএ দুর্বল হতে থাকে, এবং সেই দুর্বল শুক্রাণু পরবর্তী প্রজন্মের ওপর প্রভাব ফেলে। এসব গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল এখন বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসায় কাজে লাগছে। একসময় বাচ্চা না হলে মনে করা হতো নারীর কারণেই তা হচ্ছেনা। নারীর বন্ধ্যাত্ব নিয়েই বেশি গবেষণা হয়েছে। কিন্তু এটা এখন ধীর ধীরে পরিষ্কার হচ্ছে যে পুরুষও বন্ধ্যাত্বের শিকার হয়। বিশেষ করে পুরুষের বয়স এখানে গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। আল পাচিনো বা রবার্ট ডি নিরোর মতো আশি বা নব্বইয়ের কোঠায় বাবা হওয়ার ঘটনা এখনও বিরল। কিন্তু অল্প যুবক বয়সী বাবাদের সংখ্যা কমছে। ১৯৭০ দশক থেকে আমেরিকাতে ৩০ বছরের কম বয়সী বাবাদের সংখ্যা ২৭ শতাংশ কমেছে। অন্যদিকে ৪৫ থেকে ৪৯ বছর বছর বয়সে বাবা হওয়ার সংখ্যা ৫২ শতাংশ বেড়েছে। এই প্রবণতা চলতে থাকলে শুধু সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি নয়, চিকিৎসা বিজ্ঞানকে তার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হবে।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
জাতীয় খবর
বাংলা দৈনিক
রাঁচি
বুধবার
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
21.06.2023

দেশের দশের কথা

রাজনীতির তোলপাড়

যুদ্ধক্ষেত্রে ইউক্রেন রাশিয়ার মুখোমুখি লড়াই

ইউক্রেন ঃ ইউক্রেন দুসপ্তাহ আগে রাশিয়ার ওপর পাল্টা আক্রমণ শুরু করেছে। এক হাজার কিলোমিটার বিস্তৃত সম্মুখ রণাঙ্গনের বিভিন্ন অংশে আক্রমণ চালিয়ে ইউক্রেন অল্প এগোলেও অগ্রগতি তারা ধরে রাখতে পারছে।

ইউক্রেন বাহিনী শত্রু পক্ষের দুর্বলতা খোঁজার লক্ষ্য নিয়ে আক্রমণ শুরু করেছে। বাহিনীর বেশিরভাগ সৈন্যকে সংরক্ষিত অবস্থায় রাখা হয়েছে, যাতে রুশ প্রতিরক্ষা ভাঙার বড় একটা সুযোগ পেলেই তারা মূল আক্রমণটা চালাতে পারে এবং দেশের দক্ষিণে হাতছাড়া হয়ে যাওয়া ভূখণ্ড আবার দখল করতে পারে।

লড়াই বেশ তীব্র ও কঠিন হয়ে উঠেছে। দুপক্ষেই প্রচুর সৈন্য হতাহত হচ্ছে এবং দুপক্ষই দাবি করছে তারা এগিয়ে আছে। দক্ষিণ দোনেৎস্ক অভিমুখে ইউক্রেনের অগ্রযাত্রা কিছুটা থমকে গেছে, তবে তারা এগিয়ে যাওয়া অব্যাহত রেখেছে।

বিবিসি, রণাঙ্গনে যুদ্ধরত ৬৮ নম্বর জেগার ব্রিগেডের সঙ্গে সম্প্রতি যোগ দেয় দুই পক্ষের মুখোমুখি লড়াই দেখতে। সেখানে সম্প্রতি পুনর্দখল করা ব্লাহোদাত্নে গ্রাম থেকে আরও পূব দিকে তাদের নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করার জন্য লড়ছে ইউক্রেন সেনারা।

তাদের আক্রমণের লক্ষ্য কাছেই একটি পাহাড়ের মাথায় রুশ সৈন্যদের সুরক্ষা দেবার জন্য তৈরি পরপর কিছু পরিখা।

বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একটি ড্রোন ইউনিটের লোকেরা বেশ ক'টি ক্যামেরা তুলে নিল ট্রাকে, সঙ্গে নিল গোটানো কেবল। পিকআপ ট্রাকে ভর্তি করল টিন ভর্তি গোলাবারুদ, বাক্স বাক্স ধোঁয়া গ্রেনেড আর সাঁজোয়া যানভেদী গুলি।

এই সেনারা ছাড়া ব্লাহোদাত্নে গ্রামে জীবনের কোন চিহ্ন চোখে পড়ে না। রাস্তার পাশে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে আমেরিকার তৈরি ভারী অস্ত্রে সজ্জিত দুটি সাঁজোয়া যানের ধ্বংসাবশেষ। একটি যানের অবশিষ্ট রয়েছে শুধু তার পুড়ে যাওয়া খোলসটা। মাঠের শেষ মাথায় এরকম মাইন প্রতিরোধী আরও কয়েকটি যান অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে।

ওগুলোর ধারে কাছে যাবেন না, রুশরা এখনও ওগুলোর ওপর আঘাত হানছে, আমাদের সতর্ক করে দেয়া হল।

পাঁচই জুন ইউক্রেন পাল্টা অভিযান শুরু করার পর থেকে রাশিয়াও কয়েক ডজন ট্যাংক হারিয়েছে বলে স্বীকার করেছেন ভ্লাদিমির পুতিন।

বাখমুটে, যেখানে তারা শহরের উত্তর এবং দক্ষিণ মুখে এগোচ্ছে। দুটি অংশেই রাশিয়া বেশ দৃঢ়ভাবে তার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে জাপোরিঝিয়ার দক্ষিণে এবং দক্ষিণ দোনেৎস্কে, যেখানে বেশ কয়েকটি গ্রাম ইউক্রেন পুনর্দখল করেছে।

এই গ্রামগুলোরই একটি ব্লাহোদাত্নে। হঠাৎ এক ঝাঁক গোলা ছুটে এল। একটা বিধ্বস্ত বাড়ির মাটির নিচের ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিল সৈন্যরা।

সেখানে ধুলিধূসরিত একটা সরু প্যাসেজপথে তেলের বাতি জ্বলছে। হলুদ হালকা আলো সরাসরি গিয়ে পড়েছে একটা পাথর আর তার পাশেই একটা লোহার উনুনের ওপর। উনুনের ওপর তিনটি শক্তপোক্ত রান্নার পট। দড়িতে ঝুলছে কয়েকটা তোয়ালে।

ভাঙাচোরা একটা কাঠের দরজা খুলে গেল। মাথায় কাপড় দিয়ে ঘরে ঢুকলেন নিনা ফেডোরিভনা।

গত এক বছর ধরে সেখানে বাস করছেন তিনি। রুশ সৈন্যরা সেখানে এসেছিল মাত্র একবার। তবে নিনা একবারের জন্যও গ্রাম ছেড়ে যাবার কথা ভাবেননি।

কামানের গোলাবর্ষণ থামতে আমরা তার বাসার শেষ মাথায় একটা গলি দিয়ে বেরিয়ে গেলাম। নিনা ফেডোরিভনার বাড়ির ঠিক শেষে সব্জির খেতে একটা পরিখায় পড়ে আছে তিনজন রুশ সৈন্যর লাশ। একটি ট্রাকের গায়ে ঝোলানো 'Z' (জেড) অক্ষর, যেটি রাশিয়া তার সামরিক অভিযানের প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করত।

বুলেট আর গোলার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত আর গর্ত হয়ে যাওয়া সেরকম একটি ট্রাক পড়ে আছে কাছেই। এখানে লড়াই হচ্ছে একদম সামনাসামনি।

সারা গ্রাম জুড়ে গোলাপ ফুল ফুটে আছে। কিন্তু সর্বত্র বাতাসে শুধু লাশের গন্ধ। ফুলের সুগন্ধ ছাপিয়ে সেই ঘ্রাণ সর্বক্ষণ নাকে এসে লাগে।

কিন্তু দেরি করার সময় কোথায়? সৈন্যদের সামনে লক্ষ্য শুধু একটাই আর সময়টা এখন শুধুই মনঃসংযোগের। তারা স্পষ্টতই তৈরি হচ্ছে বড় একটা লক্ষ্যকে সামনে রেখে।

তারা ব্লাহোদাত্নে গ্রামকে পেছনে ফেলে পূব মুখে রওয়ানা দিল। রুশ বাহিনী আঘাত হানতে পারে তাই দুই গড়ির কনভয়ের মধ্যে বেশ কিছুটা ব্যবধান রাখা হয়েছে। চারপাশের জমিতে প্রচুর মাইন পোঁতা। যেখানে মাইন নেই, সেখানে রাস্তা পরিষ্কার সংকেত দিয়ে লাঠির আগায় লাল আর সাদা ফিতে উড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

আরেকটা পরিত্যক্ত আমেরিকার তৈরি সাঁজোয়া খানের কাছাকাছি পৌঁছতেই একটা বিস্ফোরণ হল। ভাগ্য ভাল বিস্ফোরণে ছিটকে পড়া যানটির টুকরোর আঘাত থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেলাম। সম্ভবত রুশ একটি ড্রোন থেকে আঘাত হানা হয়েছে।

আমি মার্চ মাসে এই এলাকায় এসেছিলাম। তখন দেখেছিলাম কয়েক মাসের মধ্যে রণক্ষেত্র কয়েক মিটারও এগোয়নি। লড়াই হচ্ছে স্বল্প এলাকার মধ্যে। রাশিয়া তখন ইউক্রেন বাহিনীর তুলনায় অনেক বেশি গোলা দাগছিল। আর ইউক্রেনীয় সৈন্যরা মূলত পরিখায় মাথা গুঁজে থাকছিল যতক্ষণ না গোলাবর্ষণ থামে। সেসময় একজন কমান্ডার আমাকে বলেছিলেন তারা পাল্টা হামলা চালানোর জন্য তাদের গোলাগুলো খরচ না করে জমিয়ে রাখছেন।

কিন্তু এবার যে দুদিন আমি এই সেনা ব্রিগেডের সঙ্গে ছিলাম, দেখেছি তাদের কামান আর বন্দুক এক মুহূর্তের জন্যও থামেনি।

গাছের আড়ালে লুকানো বেশ কিছু পরিখার নেটওয়ার্ক সেখানে দ্রুত বেগে গিয়ে আমাদের গাড়িগুলো থামল। ৪৯ বছর বয়সী সিনিয়র সার্জেন্ট আন্দ্রিই অনিস্ট্রাট তার সৈন্যদের পরবর্তী মিশনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। দক্ষিণে তিন কিলোমিটার দূরে নিচু পাহাড়ের পাদদেশে রুশ পরিখার ওপর পরের দিন আঘাত হানার পরিকল্পনা নিয়ে তারা সেখানে গেছে। এই ৬৮ নম্বর বিগ্রেড ব্লাহোদাত্নে আর মাকারিভকা গ্রামের পূব দিকের এলাকা থেকে সামনের পুরো মাইনভূমি জুড়ে রুশ সামরিক লাইনের ওপর সরাসরি আক্রমণ চালাবে। তাদের উদ্দেশ্য রণাঙ্গন আরো বিস্তৃত করা।

সার্জেন্ট অনিস্ট্রাট ড্রোন বাহিনীর সদস্যদের যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্ক্ষ অবহিত করলেন, তাদের টার্গেট সম্পর্কে বুঝিয়ে দিলেন। যুদ্ধে তাদের টিম সেখানে প্রতিদিন পাঁচটা করে ড্রোন হারাচ্ছে।

রোদে পোড়া গায়ের চামড়া সার্জেন্ট অনিস্ট্রাটের। ঝকঝকে সাদা দাঁতের হাসিতে ঝলসে উঠল মুখ। গোমড়া মুখে থাকা দলের সদস্যদের তিনি চূড়ান্ত নির্দেশ দিলেন ঃ আরে হাসো অমন মুখ ভার করে আছো কেন? আমরা তো যুদ্ধে জিতছি।

চব্বিশ ঘণ্টা পর ঐ একই লোকেদের দেখা গেল গরমে হাসফাঁস করা সুড়ঙ্গের ভেতর। আক্রমণ তখন চলছে।

তাদের নজরদারি ক্যামেরার লেন্সের মধ্যে দিয়ে দেখলাম মাইন পাতা জমি ধরে দুটো সাঁজোয়া যান ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে। রুশ অবস্থানগুলোর ওপর ওড়ানো হলো একটার পর একটা ড্রোন। সেগুলো প্রচুর ধোঁয়া উদ্রেককারী গ্রেনেড ফেলে রুশ অধিকৃত পরিখাগুলো বরাবর একটা ধোঁয়ার চাদর তৈরি করল, যাতে তাদের যানগুলো নজরের বাইরে থেকে এগিয়ে যেতে পারে এবং শত্রু পক্ষের কামান বিধ্বংসী অস্ত্রের নিশানাকে বিভ্রান্ত করতে পারে।

আমি দেখছিলাম, ইউক্রেনীয় বাহিনীর গোলাবর্ষণ বারবার গাছের সারিতে গিয়ে আঘাত করছিল।

তরুণ সৈনিক ইউরি - খোড়া পরিখা থেকে বারবার ছুটে বের হচ্ছিলেন ড্রোনের ব্যাটারি বদলে সেগুলো আবার আকাশে ফেরত পাঠাতে আবার দৌড়ে ফেরত যাচ্ছিলেন সুড়ঙ্গের ভেতর। রেডিওতে শোনা যাচ্ছিল টার্গেট নিশানা করে আঘাতের উচ্চকিত নির্দেশ।

মশা আর ঘোড়ার গায়ের ডাঁশা মশার কামড়ে জর্জরিত হচ্ছিল তারা, কিন্তু গরমের কারণে গায়ের শার্ট খুলে ফেলেছিলেন পশ্চিম ইউক্রেনের আরেক সৈন্য ফ্রিসবি।

শত্রুপক্ষও সমানতালে লড়াই করছিল। আমি যে পরিখার মুখে দাঁড়িয়েছিলাম সেখানে একটা গোলা এসে পড়ল এত কাছে যে পরিখাটা ধুলোয় ভরে উঠল। কিছুটা ছায়ায়, গায়ে কোন সুরক্ষা বর্ম না পরেই দাঁড়িয়েছিলেন ঝেকা।

আবার একটা রাশিয়ান গোলা এসে পড়ল কাছে। আমি মাটিতে শুয়ে পড়লাম। মুখ তুলে দেখলাম ঝেকা ভয় পাননি, সটান দাঁড়িয়ে আছেন। মাঝের দুটো আঙুল তুলে রুশদের উদ্দেশ্যে ইংরেজিতে গালি দিচ্ছেন। গ্যাড রকেট থেকে ছোঁড়া ঝাঁকে ঝাঁকে গোলা বৃষ্টির মত এসে পড়ছে ইউক্রেনীয় অবস্থানের ওপর।

তবে, ইউক্রেনের জন্য পাল্টা আক্রমণ চালানো বেশ কঠিন কারণ ইউক্রেনের জন্য আকাশ পথে লড়াই করার সক্ষমতার অভাব রয়েছে। পশ্চিমা দেশগুলো ইউক্রেনকে এফ ১৬ জঙ্গী বিমান দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, কিন্তু এ বছর শেষের আগে সেগুলো ইউক্রেনে পৌঁছচ্ছে না।

ওদিকে, পরিখার ভেতর আরেকজন সৈনিক - যার নাম ইয়ারোস্লাভ - ব্যাখ্যা করলেন রুশ হেলিকপ্টার, রুশ জেটবিমান প্রতিদিন প্রতিটি এলাকায় গোলাবর্ষণ করছে।

কথার মাঝখানেই কাছে আরেকটা রুশ গোলা এসে পড়ল। শেল্টারে ঢোকো এখন, গুড লাক, তিনি বললেন।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি যখন তেসরা জুন ঘোষণা করেছিলেন যে ইউক্রেন পাল্টা হামলা চালানোর জন্য তৈরি, তখন তিনি আকাশ পথে লড়াইয়ে রাশিয়ার অধিকতর সক্ষমতার কথা বলেছিলেন এবং সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে এই আক্রমণে ইউক্রেনীয় সৈন্যদের প্রাণ যাবে। ৬৮তম সেনা বিগ্রেডে ঠিক সেটাই ঘটল।

সার্জেন্ট অনিস্ট্রাট বললেন তার জন্য এটা একটা বিরাট বোঝা। দিনটা কতখানি কঠিন তা পুরোপুরি নির্ভর করে একটা বিষয়ের ওপর - আমাদের কত মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে। গত সপ্তাহটা ছিল খুবই কঠিন। আমাদের প্রচুর সৈন্য মারা গেছে। মাথায় তিনি একটা ব্যালিস্টিক হেলমেট পরে থাকেন নিজের মাথার চেয়ে এক সাইজ ছোট। আমি সেকথা বলতেই তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। এটা ছিল আমার ছেলের, কাঁদতে কাঁদতে বললেন।

যেখানে দাঁড়িয়ে আমরা কথা বলছিলাম, পাল্টা আক্রমণ শুরু হবার দুদিন আগে তার থেকে অল্প দূরে ড্রোন হামলায় মারা গেছে তার ছেলে ২১ বছর বয়সী অস্টাপ অনিস্ট্রাট। এক বছর সে সেনা বাহিনীতে কাজ করেছিল। তার বাবা এখনও মাঝেমাঝেই শোকে ভেঙে পড়েন।

একটা কামিকাজি ড্রোন ওদের দিকে উড়ে গিয়ে সরাসরি ওকে আঘাত করে। ওকে চেনা যাচ্ছিল না। একটা বন্ধ কফিনে ওকে আমরা কবর দিয়েছি, বলছিলেন সার্জেন্ট অনিস্ট্রাট।

কীভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন, আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। আমি একটা অঙ্গীকার করেছিলাম। আমরা এখানে জেতার জন্য লড়ছি, আমরা চুপ করে বসে থাকতে বা পালাতে পারি না। আমার মনে হয় প্রত্যেকের উচিত তাদের কাজটা পেশাদার মনোভাব নিয়ে করা। এখানে বীরত্বের কিছু নেই। আমাকে আমার কাজটা শেষ করতে হবে।

জিজ্ঞেস করলাম - আপনি কি প্রতিশোধ নিতে চান? বেশ দৃঢ়তার সাথে তিনি উত্তর দিলেন ঃপ্রতিশোধ নেয়া একটা পাপ। আমার কাজ হল এর সমাপ্তি টানা। আমি বিজয় মিছিলে অংশ নিতে চাই। আমি চাই আমাদের জয়, আমি চাই আরও কম প্রাণহানি।

যুদ্ধ ক্ষেত্র পেছনে ফেলে আমরা চলে এলাম। যুদ্ধ তখনও চলছে। পরে খবর পেলাম ওরা রুশদের কাছ থেকে আবার ওই এলাকার নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেয়েছে।

সার্জেন্ট অনিস্ট্রাটের গাড়ি আমাদের পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। আমরা ফিরে যাচ্ছিলাম কমান্ড শিবিরে। গাড়ি চলছিল আঁকাবাঁকা পথ ধরে। হঠাৎ এক জায়গায় এসে গাড়ি আচমকা থেমে গেল। তিনি ও তার দলবল দ্রুত গাড়ি থেকে নেমে গেলেন। আমি ভাবছিলাম আমাদেরও কভার নিতে হবে কিনা। দেখলাম ওরা চেরি ফলের গাছ দেখে গাড়ি থেকে নেমে গেছে। গাছগুলোর ঘন পাতায় ছাওয়া ডালপালার আড়াল থেকে মুঠো মুঠো টুকটুকে লাল চেরি পেড়েছেন ওরা। হাত ভর্তি চেরি ফল নিয়ে শিশুর মত উচ্ছ্বাসে আর হাসিতে মেতে উঠেছেন ওরা। পেছনের পাহাড় থেকে তখন ভেসে আসছে রুশ অবস্থানের ওপর ইউক্রেনীয়দের মুহুর্মুহু গোলাবর্ষণ আর মর্টারের আওয়াজ।

মোদীবাইডেন আসন্ন বৈঠক যে কারণে এত গুরুত্বপূর্ণ

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ আগামী ২২শে জুন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আমেরিকায় এমন একটি বিরল সম্মান পেতে চলেছেন, যা তাঁকে প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব উইনস্টন চার্চিল বা নেলসন ম্যান্ডেলার সঙ্গে এক কাতারে বসিয়ে দেবে। আসলে সে দিনই দুপুরে মার্কিন কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে দ্বিতীয়বারের মতো ভাষণ দেওয়ার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী মোদীর - যে গৌরব চার্চিল, ম্যান্ডেলা বা হাল আমলে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি ছাড়া আর কেউই পাননি।

শুধু তাই নয়, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও ফার্স্ট লেডি ড.জিল বাইডেনের আমন্ত্রণে মোদীর এই সফরে তাঁকে একাধিকবার হোয়াইট হাউসে আপ্যায়িত করা হবে।

নরেন্দ্র মোদীর সম্মানে বাইডেন দম্পতি শুধু বিশেষ নৈশভোজই দিচ্ছেন না, প্রেসিডেন্ট তাঁর সঙ্গে একান্তে ও প্রতিনিধিপর্যায়ে একাধিকবার বৈঠকেও বসছেন। দিল্লি ও ওয়াশিংটনের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই সফরকে ভারত যে একটি 'মাইলস্টোন মোমেন্ট' বলে বর্ণনা করছে - তাতে তাই অবাক হওয়ার কিছু নেই।

আন্তর্জাতিক সাময়িকী 'দ্য ইকোনমিস্ট'ও এই আসন্ন সফরের পটভূমিতে লিখেছে, ভারত যদিও পশ্চিমাদের পছন্দ করে না, আমেরিকার কাছে আজ তারা অপরিহার্য - আর এই সফরে তারই প্রতিফলন ঘটতে চলেছে।

দ্য ওয়াশিংটন পোস্টও মন্তব্য করেছে, চীনের বিরুদ্ধে একটি 'প্রতিরোধ' (বুলওয়ার্ক) গড়ে তোলার জন্য ভারতকে আমেরিকার আজ যে জরুরি প্রয়োজন - ততটা আগে কখনোই ছিল না। বস্তুত এর আগে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক স্তরে অন্তত ছ'বার প্রধানমন্ত্রী মোদী আমেরিকা সফর করেছেন - কিন্তু এটাই হতে যাচ্ছে সে দেশে তাঁর প্রথম রাষ্ট্রীয় সফর, যা ধারে ও ভারে তাঁর আগেকার সফরগুলোর চেয়ে অনেক বেশি ওজনদার ও গুরুত্বপূর্ণ।

ফলে আগামী ২১ থেকে ২৩শে জুন, আমেরিকায় নরেন্দ্র মোদীর তিন দিনব্যাপী এই সফরের দিকে শুধু ভারত বা আমেরিকা নয়, নজর থাকবে গোটা আন্তর্জাতিক বিশ্বেরই।

ভারতের পররাষ্ট্র সচিব বিনয় মোহন কোয়াটরা আজ (সোমবার) দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মোদীর এই সফরের আলোচ্যসূচীতে কী কী থাকতে পারে, তার একটি সম্ভাব্য রূপরেখা তুলে ধরেছেন।

তিনি জানান, ভারত ও আমেরিকার মধ্যে রাজনৈতিক স্তরে ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতার একটা প্রভাব অবশ্যই এই সফরে পড়বে - এবং নরেন্দ্র মোদী ও জো বাইডেনের মধ্যে ব্যক্তিগত স্তরেও একটা 'লিডারশিপ কানেক্ট' গড়ে উঠবে বলে আশা করা হচ্ছে।

দ্বিপাক্ষিক আলোচনার ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাবে তিনটি বিষয় - বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে সহযোগিতা।

কূটনৈতিক সূত্রগুলো বলছে যে সব বিষয়ে সমঝোতা হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে, তার মধ্যে একটি হল ১৮০ কোটি ডলারের ১৮টি প্রিডেটরবি আর্মড ড্রোন ক্রয় সংক্রান্ত।

আমেরিকার তৈরি এই ড্রোনগুলি দুর্গম সীমান্ত বা সামুদ্রিক এলাকায় দূর পাল্লাতেও নিখুঁত লক্ষ্যে আঘাত হানতে পারে এবং নজরদারি চালাতে পারে। এর পাশাপাশি, যৌথভাবে যুদ্ধবিমানের (ফাইটার জেট) ইঞ্জিন বানানোর জন্য দুই দেশের মধ্যে একটি প্রতিরক্ষা চুক্তিও স্বাক্ষরিত হতে পারে। এই চুক্তি সম্পাদিত হলে ম্যাসাচুসেটসের এ্যারোস্পেস ম্যানুফ্যাকচারিং জায়ান্ট জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানি (জিই) ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত হিন্দুস্থান এরোনটিকস লিমিটেডের (হ্যাল) সঙ্গে মিলে তেজস লাইট এয়ারক্র্যাফটের ইঞ্জিন বানাতে পারবে।

ভারতে যে সব সংস্থা প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম তৈরি করে থাকে, এসব সমঝোতার প্রত্যাশায় সেই সব সংস্থার অনেকগুলোর শেয়ার দর ইতিমধ্যেই বাড়তে শুরু করেছে। অনেকটা এই কারণেই 'দ্য ইকোনমিস্ট' লিখেছে, ভারতের সঙ্গে আমেরিকা এই সব প্রতিরক্ষা চুক্তি করতে মরিয়া বলেই ইউক্রেন কিংবা ভারতে গণতন্ত্রের অধোগতি নিয়ে মোদীর সফরে তারা নীরব থাকবে।

তাদের ভাষায়, তেলের জন্য তৃষ্ণার্ত ভারত যেভাবে রাশিয়ার যুদ্ধঅর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করেছে, চীন ছাড়া অন্য কোনও দেশ ততটা করেনি। গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার র‍্যাঙ্কিংয়েও ভারত যতটা নিচে নেমেছে, ততটা খুব কম দেশই নেমেছে।

কিন্তু তার পরেও নরেন্দ্র মোদী ওয়াশিংটনে রাজসিক অভ্যর্থনা পাবেন এবং সেই উচ্ছ্বাসে এই সব অস্বস্তিকর প্রসঙ্গের অবতারণা হবে না - দ্য ইকোনমিস্ট সেই পূর্বাভাসও সেরে রেখেছে।

ওয়াশিংটন পোস্টও পাশাপাশি মনে করিয়ে দিচ্ছে, এই সফরে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অবশ্যই সর্বশক্তিতে চেষ্টা করতে হবে, কিন্তু সে দেশে মোদীর শাসনামলে গণতন্ত্রের যে অধঃপতন হয়েছে সেটা নিয়ে চুপ থাকাটাও সমীচীন হবে না।

বাংলাদেশে সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনে বাধাপ্রদানকারীদের ভিসা প্রত্যাখ্যান করা হবে বলে আমেরিকা সম্প্রতি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, মোদী ও বাইডেনের আলোচনায় সে প্রসঙ্গ আসবে কি না ভারত সরাসরি তার কোনও জবাব দেয়নি। তবে মিয়ানমার সংক্রান্ত একটি প্রশ্নের জবাবে এদিন ভারতের পররাষ্ট্র সচিব বলেছেন, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ যে কোনও বিষয় নিয়েই দুই নেতার মধ্যে আলোচনা হতে পারে। ঠিক কোন কোন ইস্যুতে তাঁরা কথা বলবেন, তা নিয়ে আগেভাগে আমি কোনও মন্তব্য করব না।

তবে দিল্লিতে কূটনৈতিক সূত্রগুলো আভাস দিয়েছেন, বাংলাদেশে 'সুষ্ঠু গণতন্ত্রের স্বার্থে' আমেরিকা সম্প্রতি যে সব পদক্ষেপ নিয়েছে সেগুলোর ব্যাপারে দিল্লি তাদের মনোভাব অবশ্যই ওয়াশিংটনের কাছে তুলে ধরবে।

ভারত ও আমেরিকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের এজেন্ডায় দক্ষিণ এশিয়ার সার্বিক রাজনীতি অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় - আর সেই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশকে উপেক্ষা করা দুই দেশের কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। আরও জানতে পেরেছে, নরেন্দ্র মোদীর সম্মানে বাইডেন দম্পতি হোয়াইট হাউসের সাউথ লনে যে নৈশভোজ এবং আলাদা করে যে সংবর্ধনার আয়োজন করেছেন, তার দুটিতেই ওয়াশিংটনে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মুহাম্মদ ইমরানকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।